ভূমিকা

. ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾ :

এমন মানুষ খুব কমই আছে, যাকে জীবনে ঋণ নিতে হয় না, দেনায় পড়তে হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিবাহ-শাদীতে, বিপদে-আপদে, অভাবে-অনটনে বাধ্য হয়েই অনেকেই অর্থ ধার নিয়ে থাকে। টাকা এখন হাতে নেই, পরে আসবে -এই আশায় হাওলাত নিয়ে কাজ চালিয়ে থাকে। আর 'কর্যে হাসানাহ' এবং মানুষের উপকারে সওয়াব আছে বলেই বহু মানুষ কর্জ দিয়ে অনেকের উপকার করে থাকে।

কিন্তু এই লেনদেন ও '**দেনা-পাওনা**'র ব্যাপারটা ততটা সহজ নয়, যতটা সহজ লোকে মনে করে থাকে। কারণ এই মুআমালায় মানুষে-মানুষে বিবাদ সৃষ্টি হয়, থানা-পুলিস, কোর্ট-কাছারি ও কত মামলা-মুকাদ্দামার আশ্রয় নিতে হয় ঐ '**দেনা-পাওনা**'র স্বীকার-অস্বীকার নিয়ে, আদায় ও পরিশোধ নিয়ে।

এ ছাড়া ঋণদানে যেমন বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, তেমনি সৃষ্টি হয় বিচ্ছেদ এবং মন কষাকষিও। আর এর জন্য শেষ-বিচার তো রয়েছেই। বলা বাহুল্য, এ সব কারণেই '**দেনা-পাওনা**'র বিষয়টি আমার নিকট অতিরিক্ত গুরুত্ব পেলে এ নিয়ে লিখতে শুরু করি।

আমি আশা করি যে, সাবধানী মানুষ এ থেকে সাবধান হবে; দেনাদারও এবং পাওনাদারও। আল্লাহ সকলকে সেই তওফীকই দান করুন। আমীন।

আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ

২২/৮/ ১৪২ ১হিঃ

ঋণের সংজ্ঞা

ঋণ সেই বস্তু বা অর্থকে বলা হয়, যা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে তার প্রয়োজনের সময় দিয়ে থাকে এবং ঋণগ্রহীতা সক্ষম হলে তা যথাসময়ে ঋণদাতাকে ফেরৎ দিয়ে থাকে।

ঋণদানের মাহাত্ম্য

ঋণদান এমন একটি পরোপকারমূলক কর্ম, যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করা যায়। তাঁর নিকট সওয়াবের আশা করা যায়। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন সম্ভব হয়, অসময়ে অসহায়কে সহায়তা করা হয়, বিপদের সময় বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা হয়, উন্নয়নকামী মানুষের জন্য উন্নয়নের পথ খুলে দেওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং এ কাজ যে একটি মানবিক ও মহৎ কাজ তা বলাই বাহুল্য।

সংসারে চলার পথে মানুষকে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সচ্ছল জীবনের সচল চাকা অনেক সময় অচল হয়ে পড়ে। পেটের দায়ে অথবা রোগের দায়ে নিরুপায় ও অসহায় হয়ে পড়তে হয়। কখনো বা আচমকা আপদের চাবুকে আঘাত খেয়ে বিমূঢ় হতে হয়। এ সময়ে মানুষ অপরের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভিক্ষা চাইতে পারে না। কারণ চাওয়া বা হাত পাতা তার জন্য সঙ্গত নয়। আর চাইলে পাবেই বা কত? সুতরাং ভবিষ্যতে সঙ্গতি ফিরে আসবে এই আশায় তখন ঋণ করতে বাধ্য হয়। এমন বিপন্ন মানুষকে দান করতে না পারলেও ঋণ দিয়ে সাহায্য করলে যে বড় সওয়াব লাভ হয়, সে কথা আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে শিক্ষা দেয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾

অর্থাৎ, কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দান করবে- উত্তম ঋণ; অতঃপর আল্লাহ তা তার জন্য দ্বিগুণ-বহুগুণে বর্ধিত করে দেবেন এবং তার জন্য হবে মহা পুরস্কার? *(সূরা হাদীদ ১১ আয়াত)*

এখানে মহান আল্লাহকে ঋণ দান করার অর্থ হল, তাঁর বান্দাকে ঋণ দান করা। জিহাদের খাতে ব্যয় করা, আল্লাহর পথে খরচ করা, অভাবগ্রস্তকে সদকাহ করা। আর এ কাজে রয়েছে দ্বিগুণ-বহুগুণ আকারে বর্ধিত সওয়াব।

অবশ্য এখানে একটি শর্ত লক্ষণীয়। আর তা হল এই যে, মহান আল্লাহকে যে ঋণ দেওয়া হবে, তা হতে হবে 'উত্তম ঋণ'। তবেই সে ঋণ মহান আল্লাহ বর্ধিত আকারে পরিশোধ করবেন। তাছাড়া ঋণ বা দান উত্তম তখনই হবে, যখন তার মাঝে নিম্নের গুণাবলী পাওয়া যাবেঃ-

১। তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার উদ্দেশ্যে হতে হবে।
২। তা হালাল উপার্জন থেকে হতে হবে।
৩। কোন প্রকার সংকোচ বা সংকীর্ণতা না রেখে উন্মুক্ত হৃদয়ে দিতে হবে।
৪। উপযুক্ত স্থান, কাল ও পাত্রে দিতে হবে।
৫। তা দেওয়ার পর তার বিনিময়ে কোন প্রতিদান পাওয়ার উদ্দেশ্য রাখা যাবে না।
৬। সে অনুগ্রহের কথা প্রচার করে বেড়ানো যাবে না এবং গ্রহীতাকে সে বিষয়ে কোন প্রকারের কষ্ট দেওয়া যাবে না।

ঋণদানের উপর যে সওয়াব লাভ হয়, সে ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "কোন মুসলিম যদি কোন মুসলিমকে দুই বার ঋণ দান করে, তাহলে তাতে একবার সদকাহ করার সমান সওয়াব লাভ করবে।" *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫৭৬৯, ৬০৮০ নং)*

"ঋণ অর্ধেক সদকাহরূপে পরিগণিত হয়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ১৬৪০ নং)*

অর্থাৎ, ১০ টাকা ঋণ দান করলে ৫ টাকা সদকাহ করার সমান সওয়াব লাভ হয়ে থাকে।

ঋণদাতা ঋণে দেওয়া অর্থ ফেরৎ তো পাবেই, কিন্তু তার সাথে সে ঐ অর্থের অর্ধেক দান করার সমান সওয়াব অর্জন করে থাকে। কারণ, প্রয়োজনে একজনকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার মর্যাদা আল্লাহর কাছে কম নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিম হতে তার পার্থিব বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটিও দূর করে দেবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি হতে তার কিয়ামতের বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে একটিকে দূরীভূত করবেন। যে (ঋণদাতা) ব্যক্তি কোন নিঃস্ব ঋণগ্রস্তকে অবকাশ (বা সহজ করে) দেবে, আল্লাহ তার জন্য ইহকাল ও পরকালে (সবকিছু) সহজ করে দেবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন করে নেবে, আল্লাহ তার দোষত্রুটিকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন করে নেবেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দার সহায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভায়ের সাহায্যে থাকে।" *(মুসলিম ২৬৯৯ নং)*

ঋণের টাকা মারা গেলে ঋণদাতা কাল কিয়ামতে তার পরিবর্তে সওয়াব লাভ করবে। ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সওয়াব কেটে তাকে দেওয়া হবে। ঋণগ্রহীতার সওয়াব না থাকলে ঋণদাতার গোনাহ নিয়ে ঋণগ্রহীতার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

ঋণের বস্তু

ঋণের দেনা-পাওনার বন্ধনে সাময়িকভাবে অপরকে দেয় বস্তুর স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, ঋণদাতা যদি নির্বোধ হয় অথবা জ্ঞানসম্পন্ন না হয়, তাহলে তার দেওয়া ঋণ দেনা-পাওনার বন্ধনে শুদ্ধ হবে না।

পক্ষান্তরে নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য প্রত্যেক জিনিসকে ঋণে দেওয়া-নেওয়া যায়। প্রত্যেক ওজন ও মাপযোগ্য বস্তু ঋণ দেওয়া-নেওয়া চলে। যেমন কাপড় ও পশু ধার দেওয়া-নেওয়া যায়। ব্যবসার যে কোন পণ্য ঋণরূপে ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে ভাত-মুড়ি, রুটি-তরকারি প্রভৃতি খাবার জিনিসও ধারে দেওয়া-নেওয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, রুটি ইত্যাদি ধার দেওয়া-নেওয়ার সময় সমান-সমান হওয়া শর্ত নয়।

ঋণদান কালে ঋণপত্র লিখার গুরুত্ব

দেনা-পাওনা এমন একটি সামাজিক লেনদেন যাতে পরিশোধের সময় বিভিন্ন কারণে কলহ বাধে। ঋণগ্রহীতা তার নেওয়া ঋণ অস্বীকার করতে, ঋণদাতা বেশী অর্থ দাবী করতে পারে। দেনাদার তার দেনার কথা ভুলে বসতে পারে। দেনার সঠিক পরিমাণ ও সংখ্যাও বিস্মৃত হতে পারে। ঋণদাতা বা গ্রহীতা হঠাৎ মারা যেতে পারে। আর এসবের কারণে হকদারের হক ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই মহান প্রতিপালক বিধানদাতা আল্লাহর তরফ থেকে এই বিধান এল যে,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পর ঋণ দেওয়া-নেওয়া কর, তখন তা লিখে নাও। আর তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয় এবং আল্লাহ যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন -সেইরূপ লিখতে লেখক যেন অস্বীকার না করে। অতএব তার লিখে দেওয়াই উচিত। আর ঋণগ্রহীতা যেন লিখার বিষয় বলে দিয়ে লিখিয়ে নেয় এবং সে যেন স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লিখার মধ্যে বিন্দুমাত্র বেশ-কম না করে। অনন্তর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লিখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখায়। আর তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষকে (এই আদান-প্রদানের) সাক্ষী কর। যদি দু'জন পুরুষ না পাও, তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য হতে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী কর; যাতে মহিলাদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে যেন অন্য জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে। (ঋণ) ছোট হোক, বড় হোক, তোমরা মেয়াদসহ লিখতে কোনরূপ অলসতা করো না। এ লিখা আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর ও সাক্ষ্য (প্রমাণের) জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার অধিক নিকটতর। কিন্তু তোমরা পরস্পরে ব্যবসায় যে নগদ আদান-প্রদান কর, তা না লিখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পর বেচা-কেনা কর, তখন সাক্ষী রাখ। আর কোন লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কর, তাহলে তা হবে তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮২ আয়াত)*

এই বিধান মানার ফল এই দাঁড়াবে যে, ধার-কর্জের লেনদেনে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতি উদ্ভব হলে ঐ লিখিত চুক্তিপত্র সকল প্রকার বিবাদ দূরীভূত করে দেবে।

যেহেতু সে যুগে লিখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লিখতে জানে না, তাই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফলে কারো ক্ষতি এবং কারো লাভ হয়ে যাবে। এ সম্ভাবনার কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে তা লিখে দেয় এবং

আল্লাহ যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন -সেইরূপ লিখতে লেখক যেন অস্বীকার না করে। অতএব তার লিখে দেওয়াই উচিত।

এতে এক দিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, লেখক কোন এক পক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং তাকে নিরপেক্ষ হতে হবে -যাতে কারো মনে সন্দেহ বা খটকা না লাগে।

অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলীল কোন্ পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে,

﴿ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾

অর্থাৎ, আর ঋণগ্রহীতা যেন লিখার বিষয় বলে দিয়ে লিখিয়ে নেয়।

উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওদা কিনে মূল্য বাকী রাখল। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, অর্থাৎ ক্রেতাই সে দলীলের বিষয়বস্তু লিখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অঙ্গীকারপত্র।

লেখানোর মধ্যেও কমবেশী করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তাই বলা হয়েছে,

﴿ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ﴾

অর্থাৎ, আর সে যেন স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং লিখার মধ্যে বিন্দুমাত্র বেশ-কম না করে। অনন্তর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লিখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখায়।

লেনদেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনো নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, বোবা অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অতঃপর বলা হয়েছে, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালকের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সকল কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। বোবা এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে উকীল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কুরআন পাকের 'অলী' শব্দটি উভয় অর্থই বুঝায়।

ঋণদানকালে সাক্ষ্য রাখার গুরুত্ব

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষ্যও রাখবে- যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফায়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফিকাহবিদ্গণ বলেছেন যে, লেখা শরীয়তসম্মত প্রমাণ নয়। তাই লেখার সমর্থনে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফায়সালা করা যায় না। আজকালকার সাধারণ আদালতসমূহেও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফায়সালা করা হয় না।

সাক্ষ্য রাখার বিধি-বিধানের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, সাক্ষী দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাধারণ লেনদেনের সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়।

সাক্ষ্যদাতাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মুসলিম হতে হবে। কোন ফাসেক বা পাপাচারী সাক্ষী হতে পারে না। এ জন্যই বলা হয়েছে,

﴿ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমাদের মধ্যে দু'জন পুরুষকে (এই আদান-প্রদানের) সাক্ষী কর। যদি দু'জন পুরুষ না পাও, তাহলে সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য হতে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলাকে সাক্ষী কর; যাতে মহিলাদ্বয়ের একজন ভুলে গেলে যেন অন্য জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে,

﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ﴾

অর্থাৎ, আর যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে।

কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মিটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে সাক্ষীর কষ্ট স্বীকার করা উচিত।

এরপর আবার লেনদেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে,

﴿ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ﴾

অর্থাৎ, (ঋণ) ছোট হোক, বড় হোক, তোমরা মেয়াদসহ লিখতে কোনরূপ

অলসতা করো না। এ লিখা আল্লাহর নিকট ন্যায্যতর ও সাক্ষ্য (প্রমাণের) জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার অধিক নিকটতর।

কেননা, লেনদেন লিপিবদ্ধ করা সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখতে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে যদি নগদ লেনদেন হয়, তাহলে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণতঃ বিক্রেতা মূল্যপ্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রেতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য বড় কাজে লাগবে।

আয়াতের শুরুতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারত। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে,

﴿ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡ ۗ ﴾

অর্থাৎ, আর কোন লেখক ও সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত কর, তাহলে তা হবে তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়।

এতে বুঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহগণ বলেন, যদি লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবী করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তা না দেওয়াও তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেওয়া থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য না হয়। এ দ্বিবিধ সতর্কতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ সাক্ষী পেত এবং নিষ্পত্তি দ্রুত, সহজ ও ন্যায়ানুগ হত। বর্তমান বিশ্ব এ কুরআনী নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমগ্র বিচার-ব্যবস্থা ভন্ডুল হয়ে গেছে। ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দান থেকে গা বাঁচাতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এই যে, যার নাম সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা হলে রোজই সময়ে-অসময়ে থানা-পুলিশ তাদেরকে ডেকে পাঠায়। মাঝে মাঝে কয়েক ঘন্টা বসিয়ে রাখে। দেওয়ানী আদালতসমূহেও সাক্ষীর সাথে অপরাধীর মত ব্যবহার করা হয়। এরপর রোজ রোজ মোকদ্দমার হাযিরা পরিবর্তিত হয়। তারিখের পর তারিখ

পড়ে। বেচারা সাক্ষী নিজ কাজ-কারবার, মজুরী কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অন্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে গ্রেফতার করা হয়। তাই তো ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোন মামলার সাক্ষী হওয়াকে আযাব বলে মনে করে এবং যথাসাধ্য এ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। *(তফসীর মাআরিফুল কুরআন ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠা)*

অনেকে ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষ্য দিতে চায় না। কোন আত্মিয়তার খাতিরে বা স্বার্থবশে তা গোপন করে। অনেক সাক্ষীকে বিরোধীপক্ষ প্রলোভন অথবা ভয় দেখিয়ে কিংবা ধমকি দিয়ে সাক্ষ্যদানে বিরত রাখে। কুরআন মাজীদ এ সকল অনিষ্টের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে,

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে নির্ভুল নীতি শিক্ষা দেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।

যে ঋণদাতা অবহেলা করে সাক্ষী রাখে না, সে ঋণদাতা সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন যে, সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দুআ করলে, তার দুআ কবুল হয় না। কারণ, সে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সাক্ষ্য রাখার উক্ত বিধানকে উপেক্ষা করে তাই। *(হাকেম, সহীহুল জামে' ৩০৭৫ নং)*

এই গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ঋণপত্র লিখাতে বা তাতে সাক্ষী রাখাতে দেনাদারকে এ কথা ভাবা উচিত নয় যে, ঋণদাতা তাকে অবিশ্বাস করছে অথবা সাক্ষী রেখে লোকের কাছে তার মানহানি হচ্ছে। বিপদে পড়ে ঋণ করব, তাতে লজ্জার কি? তাছাড়া মহান আল্লাহর বিধান পালন করতে সংকোচ কি? তবে যারা ফুটানি করতে পেটে খিদে রেখে মুখে পানের রাঙা বোল দেখাতে চায় তাদের কথা ভিন্ন।

ঋণপত্র লিখার নমুনা

ঋণ লেনদেন পত্র

আমি -------------------------- পিতা ------------------------------
স্বীকার করছি যে, ------------------ পিতা------------------------------
এর নিকট থেকে নিম্নলিখিত বয়ান অনুসারে উল্লেখিত পরিমাণে টাকা বা বস্তু ঋণ গ্রহণ করলাম; যা নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকব।

নামঃ
স্বাক্ষরঃ
টিপসহিঃ

সাক্ষী নং ১। --------------------- সাক্ষী নং ২। -------------------------

স্বাক্ষরঃ- স্বাক্ষরঃ-

ঋণের বস্তু	*পরিমাণ*	*গ্রহণের তারীখ*	*পরিশোধের শেষ তারীখ*	*বন্ধকী*

পরিশোধের সময় ঋণদাতার স্বাক্ষরঃ-

ঋণ কাকে ও কখন দেওয়া বিধেয়

ঋণদান এক প্রকার মানবিক সহায়তা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও উপকারের নাম। আর এই সহযোগিতা ও উপকারের একটি সঠিক বিধান আছে। সকল ক্ষেত্রে সকলেরই সহযোগিতা করা চলে না। বরং তার পশ্চাতে অপকারিতার কথাও বিচার-বিবেকে রাখতে হয়। বাঘের সহযোগিতা করলে ছাগের উপকার করা হয়। দুর্বৃত্তদের সহযোগিতা করলে সমাজের ভাল মানুষদের প্রতি অত্যাচার করা হয়। অন্যায়ের সাহায্য ন্যায়কে যবেহ করা হয়। পাপকাজে সহযোগিতা এবং পাপীকে সাহায্য করলে সেই পাপের ভাগী নিজেকেও হতে হয়। এ জন্যই শরীয়তের এক সুন্দর ও সাধারণ বিধান হল,

﴿ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সৎকার্য ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অপরকে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

মহান আল্লাহর বিধানে মদ একটি নিষিদ্ধ ও হারামকৃত বস্তু। এই বস্তু যেমন পান করা হারাম, তেমনি হারাম তা প্রস্তুত করা, বিক্রয় করা, বিক্রয়ের জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া, বহনের জন্য গাড়ি ভাড়া দেওয়া, মদের কোন সাজসরঞ্জাম মদ্য প্রস্তুতকারককে বিক্রয় করা। কারণ, এ সব কাজে মদ্যপায়ীকে সহযোগিতা করা হয় তাই।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদ পানকারীকে, মদ পরিবেশনকারীকে, তার ক্রেতা ও বিক্রেতাকে, তার প্রস্তুতকারককে, যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাকে, তার বাহককে ও যার জন্য বহন করা হয় তাকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০নং)* ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে, "তার মূল্য ভক্ষণকারীও (অভিশপ্ত)।" *(সহীহুল জামে' ৫০৯১নং)*

ঘুষ খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি হারাম ঘুষ খাওয়ানো অথবা ঘুষখোরের সহযোগিতা করাও। আর এ জন্য ঘুষদাতাও আল্লাহর তরফ থেকে অভিশপ্ত। *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫০৯৩নং)*

সূদ খাওয়া হারাম। অনুরূপ সূদ দেওয়া হারাম, সূদী কারবার লিখা হারাম, এই কারবারে সাক্ষী থাকা হারাম। *(সহীহুল জামে' ৫০৯০, ৫০৯৪ নং)*

বলা বাহুল্য, যদি জানা যায় যে, ঋণগ্রহীতা ঋণ নিয়ে কোন অবৈধ কাজে লাগাবে, অবৈধ ব্যবসা খুলবে অথবা হারাম বস্তু ক্রয় করবে অথবা কোন অন্যায়ে সহায়তা করবে অথবা কোন ন্যায়ের দুআর বন্ধ করবে, তাহলে তাকে ঋণ দেওয়া বৈধ নয়। মুসলিমের উচিত নয়, কোন অত্যাচারীর সহায়ক হওয়া, কোন পাপাচারী হারামখোরের পৃষ্ঠপোষক হওয়া।

আর এ জন্যই সূদী ব্যাংকে টাকা জমা রেখে সূদী কারবারের সহায়ক হওয়া মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, সূদ নেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, টাকা হিফাযতে রাখার উদ্দেশ্যে যদি ব্যাংকে রাখতে নিরুপায় হতেই হয়, তাহলে রাখলেও সে সূদ তার খাওয়া চলবে না। পরন্তু ব্যাংকে ছাড়াও চলবে না। কারণ, ছেড়ে দিলে হয়তো বা আরো কোন অন্যায়ে সহায়তা হয়ে বসবে। সুতরাং সেই অর্থ ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে কোন অসহায় নিঃস্ব মানুষকে অথবা কোন সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দিতে হবে।

ঋণ করা ভাল নয়

মহানবী ﷺ নামাযের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরার পূর্বে বিভিন্ন প্রার্থনা করার সময় ঋণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনাও করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো ঋণ থেকে খুব বেশী আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। (তার কারণ কি?) প্রত্যুত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "কারণ, মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করলে তা ভঙ্গ করে (ওয়াদা-খেলাফী করে)।" *(বুখারী ৮৩২, মুসলিম ৫৮৯ নং)*

পক্ষান্তরে মিথ্যা বলা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কোন মুসলিমের গুণ নয়। এ গুণ হল এক মুনাফিকের। কিন্তু ঋণগ্রস্ত হয়ে মুসলিম কখনো বা মিথ্যা বলতে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে বাধ্য হয়। আর কখনো বা অভ্যাসগতভাবে ঋণ করে পরিশোধের ঝুটা ওয়াদা দিয়ে কার্যক্ষেত্রে তা পালন করে না।

ঋণ পাওয়া এক কঠিন ব্যাপার। সূদ বা বন্ধকী ছাড়া ঋণ মিলা দায়। মিললেও ঋণ চাওয়ার সময় মনে মনে যে লাঞ্ছনা অনুভূত হয়, তাতেই মনে হয় যে, ঋণ ভাল জিনিস নয়।

যে ঋণ দেয় নিশ্চয়ই সে উত্তম ব্যক্তি। আর তাই তাকে 'উত্তমর্ণ' বলা হয়। পক্ষান্তরে যে ঋণ নেয়, সে উত্তম হতে পারে না। কারণ, ঋণ করা দারিদ্রের লক্ষণ। পরিস্থিতির চাপেই হোক অথবা স্বভাবগত কারণেই হোক সে অধম বলে পরিগণিত

ও পরিচিত হয় সমাজে। আর তাই তাকে 'অধমর্ণ' বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

এক বিদ্বান বলেছেন, 'প্রায় সকল প্রকার সুস্বাদু বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করেছি; নিরাপত্তার মত অতি সুস্বাদু বস্তু আর অন্য কিছু পাইনি। প্রায় সকল প্রকার তিক্ত বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেছি; অভাব ও পরমুখাপেক্ষিতার মত অতি তিক্ত বস্তু আর অন্য কিছু পাইনি। আর আমি লোহা ও পাথরের মত ভারি বহু জিনিস বহন করেছি; কিন্তু ঋণ অপেক্ষা অধিক ভারি জিনিস অন্য কিছু বহন করিনি।'

ঋণ এমন ভারি জিনিস যে, যার ঘাড়ে তা থাকে, তার কোমর ভেঙ্গে যায়। সংসার-জগতে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। 'শূন্য থলে খাড়াভাবে দাঁড়াতে পারে না , ঋণী ব্যক্তিও তদ্রূপ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ঋণী ব্যক্তির পক্ষে সত্যবাদী হওয়াও দায়সাধ্য। তাই বলা হয় যে, মিথ্যাবাদিতা ঋণের পিঠে চেপে চলে।'

ঋণ বন্ধুদের মাঝে বন্ধুত্ব নষ্ট করে। কথায় বলে, 'বাকীতে ফাঁকি, বাকী দিতে কষ্ট, বাকীতে হয় বন্ধুত্ব নষ্ট।' ঋণ নেওয়ার সময় বন্ধুত্ব থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে পরিশোধের সময় ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয় এবং তা নিয়ে মনোমালিন্য তথা বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। আর এ জন্যই বলা হয় যে, বন্ধুকে ঋণ দিলে ডবল ক্ষতি; টাকাটাও যায় এবং সেই সঙ্গে বন্ধুত্বও নষ্ট হয়। তবে অনেক সময় পুরো টাকা নষ্ট না হলেও তার মান কমে যায় এবং বন্ধুত্ব পুরো নষ্ট না হলেও উভয়ের কাছে উভয়ের মান চলে যায়।

ঋণ এমন জিনিস যে, 'নেওয়ার সময় হাসি-খুশী, দেওয়ার সময় কষাকষি।' হযরত উমার ﷺ বলেন, 'তোমরা ঋণ করা থেকে দূরে থেকো। কারণ, ঋণের শুরু হল দুশ্চিন্তা দিয়ে এবং শেষ হল ঝগড়া-বিবাদ দিয়ে।' *(বাইহাকী ৬/৪৯)*

শুধু বন্ধুত্বই নয়, এই ঋণ ও টাকা-পয়সার লেনদেন তথা দেনা-পাওনা নিয়ে আত্মীয়তাও নষ্ট হয়। 'টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা? পিরীত যথা। আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে।' -এ প্রবাদটি অতি বাস্তব।

ঋণ হল দুর্বলতা, ভীরুতা ও লাঞ্ছনার প্রতীক। ঋণ গ্রহণ ও তা পরিশোধ করতে গিয়ে মানুষকে অপদস্থ হতে হয়। ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে দিনে মানুষের কাছে নিজেকে অপমানিত বোধ হয় এবং তার দুশ্চিন্তা মগজে রেখে রাত্রে সুমিষ্ট ঘুম থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অনেক সময় উত্তমর্ণের কাছে উত্তম-মধ্যম গালি ও কটুকথাও শুনতে হয়। তখন অভিশপ্ত জীবনে ন্যাক্কারজনক ধিক্কার নেমে আসে। ঋণ পরিশোধ করতে না পারার ফলে নিঃস্বতা ও অসহায়তার তাড়না ও দুঃখে জীবন নিষ্পিষ্ট হতে থাকে। সুতরাং ঋণের বোঝা বহন নিশ্চয়ই সোজা নয়।

পক্ষান্তরে ঋণমুক্ত জীবন হল স্বাধীন জীবন। সচ্ছল সংসারে সুখের আবেশ থাকে, মনের শান্তিতে আরামে ঘুমাতে পারা যায়। কারো হক নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না এবং ভয় থাকে না পরকালে শাস্তির।

সুতরাং যথাসম্ভব ঋণ থেকে সাবধান হওয়া উচিত। ঋণের বেড়াজালে জড়িয়ে গিয়ে লাঞ্ছনার যাঁতাকলে নিজেকে পিষা উচিত নয়। উচিত নয়, সামান্য প্রয়োজনে এবং অন্য উপায় থাকতে ঋণের পথ অবলম্বন করা।

বহু মানুষ আছে, যারা নিজেদের ঠাটবাট বজায় রাখার জন্য ঋণ করে থাকে। ভ্রমণে যাওয়ার জন্য, বিয়েতে বড় ধুম করার জন্য, স্ত্রী-পরিজনের বিলাসিতা বজায় রাখার জন্য টাকা ধার করে মনের আশা মিটিয়ে থাকে। এর ফলে নিজের কামাই করা অর্থেরও কোন বর্কত পায় না। সামর্থ্যের চেয়ে বড় আশা এবং আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করে এমন লোকেরা ঋণের ইঁদুর-মারা কলে আটকে পড়ে। অথচ অপব্যয় না করে এদের উচিত ছিল, মহান প্রতিপালকের এই নির্দেশ পালন করাঃ-

﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ ﴾ ... ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য প্রদান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। ---তুমি বদ্ধ-মুষ্টি (অতি কৃপণ) হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্ত (অতি দাতা)ও হয়ো না; হলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে। *(সূরা ইসরা' ২৬-২৯ আয়াত)*

﴿ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা খাও ও পান কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৩১ আয়াত)*

বহু কৃপণ মানুষ আছে, যারা বাড়ির সিন্দুকের কাছে টাকা ধার করে। যারা ব্যাংকে টাকা থাকতেও ঋণ করে কাজ চালায়। 'আপনারটা ঢাকা থাক, আর পরেরটা বিকিয়ে যাক' -এই বুদ্ধি মাথায় রেখে ঋণগ্রস্ত হয়। অথচ এমন ব্যক্তিবর্গের উচিত, আকস্মিক মৃত্যুকে ভয় করা। কারণ, এমনও হতে পারে যে, ব্যাংকে জমা করা ধন ওয়ারিসরা আনন্দের সাথে ভোগ করবে, আর তারা ঐ ঋণের দায়ে পরকালে আযাব ভোগ করবে।

অধিক ধনলাভের আশায় অনেকেই ঋণ করে (লৌন নিয়ে) ব্যবসা বা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান খুলতে চায়। অপরের দেখাদেখি সফল হওয়ার নিশ্চিত আশা নিয়ে এবং ঋণ পরিশোধ করার আর অন্য কোন উপায়ের কথা চিন্তা না করেই মোটা টাকা ঋণ করে বাণিজ্য খুলে বসে। কিন্তু হঠাৎ করে কোন কারণবশতঃ সে ব্যবসায় মার খেলে ঋণের বোঝা তার ঘাড়ে জাঁকিয়ে বসে। কপর্দকশূন্য হয়ে তখন আঙ্গুল কামড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় ও পথ থাকে না। দেউলিয়া হয়ে চির লাঞ্ছনার শিকার হতে হয় এমন মানুষদেরকে। অথচ 'অতি লোভে তাঁতি ডোবে' -এই কথা মনে রেখে যদি আল্লাহর দেওয়া রুযীতে সন্তুষ্ট হয় এবং ঋণ না করে নিজের অর্জিত অর্থ দ্বারা ব্যবসা খুলে বসে, তাহলে এমন দিন তাদেরকে দেখতে হয় না।

অতি প্রয়োজন ব্যতীত ঋণ করা আদৌ উচিত নয়। আর সে প্রয়োজন নির্ধারণ করাও এক হিকমতের ব্যাপার। প্রয়োজন হবে তখন, যখন তা পূরণ না হলে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন ক্ষতির শিকার হতে হবে। সুতরাং স্বাধীন মানুষ সাবধান!

প্রকাশ যে, ঋণ চাওয়ায় লাঞ্ছনা থাকলেও এই চাওয়া সেই চাওয়া নয়, যাকে দান বা সদকাহ চাওয়া (ভিক্ষা করা বা যাচ্ঞা) বলা হয়। কারণ, এই চাওয়াতে তার পরিবর্ত বা অনুরূপ যথাসময়ে ফেরৎ দেওয়া শর্ত থাকে। কিন্তু দানে তা থাকে না। পরন্তু সামর্থ্য থাকতে দান চাওয়া বা ভিক্ষা ও যাচ্ঞা করা ইসলামে ঘৃণ্য কাজ। যার জন্য পরকালে শাস্তি আছে; কিয়ামতে তার মুখমন্ডলে মাংস থাকবে না। আর সে চেয়ে যা পায়, তা হল দোযখের অঙ্গার। *(সহীহুল জামে' ৬২৭৮-৬২৮১ নং দ্রঃ)*

ঋণ পরিশোধ না করে মরার শাস্তি

ঋণ ঋণদাতার কাছ থেকে নেওয়া এক আমানত। আর আমানত নষ্ট করা বা আমানতে খেয়ানত করা মুসলিমদের আচরণ নয়; বরং এ আচরণ মুনাফিকদের। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَـٰنَـٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ﴿٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, (সফলকাম মু'মিন তারা) যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। *(সূরা মু'মিনূন ৮, সূরা মাআরিজ ৩২ আয়াত)*

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কর, তখন ন্যায় বিচার কর। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম উপদেশ দান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, ---অনন্তর যদি তোমাদের একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয় তার উচিত, অন্যের গচ্ছিত (প্রাপ্য) প্রত্যর্পণ করা এবং স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করা ও সাক্ষী গোপন না করা। আর যে কেউ তা (সাক্ষ্য) গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩ আয়াত)*

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে-শুনে আল্লাহ ও রসূলের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত (গচ্ছিত দ্রব্যের) খেয়ানত করো না। *(সূরা আনফাল ২৭ আয়াত)*

একজন মুসলিমের অর্থ অপর মুসলিমের জন্য ঠিক সেই রকম হারাম, যে রকম হারাম তার রক্ত। *(সহীহুল জামে' ৩১৪০ নং)* সুতরাং ঋণ করার মাধ্যমে অপরের মাল খেয়ে আল্লাহর ইবাদত করা সমীচীন হতে পারে না কোন মুসলিমের জন্য।

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে লোকের মাল-ধন ছিনিয়ে নেয়, সে হল ডাকাত, যে গোপনে চুরি করে সে হল চোর, আর যে ব্যক্তি অনুগ্রহ লাভের সুরে কোন ভাল মানুষের কাছে ঋণ করে পরিশোধ করতে চায় না এমন ব্যক্তিও সাধু ডাকাত অথবা ভদ্র চোর!

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঋণ করার পর তার মনে পাকা এই সংকল্প রাখে যে, সে তা পরিশোধ করবে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত 'চোর' হয়ে সাক্ষাৎ করবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১০ নং)*

এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদিও অন্যান্য দিকে ভাল লোক হয়, তবুও মরণের পর ঐ ঋণের কারণে তার আত্মা লটকে থাকবে; যতক্ষণ না তার তরফ থেকে কেউ তার সেই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১৩ নং)*

সাহাবী সা'দ বিন আত্বওয়াল বলেন, আমার ভাই মারা গেল। মরার সময় সে ৩০০ দিরহাম ছেড়ে গেল। আর ছেড়ে গেল তার ছেলে-মেয়ে। আমি স্থির করলাম

যে, ঐ ৩০০ দিরহাম তার ছেলে-মেয়েদের পিছনে খরচ করব। কিন্তু ভাই ছিল ঋণগ্রস্ত। নবী ﷺ -এর কাছে এ খবর জানালে তিনি আমাকে বললেন, "তোমার ভাই ঋণের ফলে আটকে আছে। তার ঋণ পরিশোধ করে দাও।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ২৪৩৩, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৫০ নং)*

বলা বাহুল্য, অন্যান্য নেক আমলের ফলে যদিও মুসলিম ব্যক্তি বেহেশ্তের অধিকারী হয়, তবুও ঐ ঋণ তার বেহেশ্তের পথে বাধা ও কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে কাল আখেরাতে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এমন লোক বেহেশ্ত্ প্রবেশ করতে পারবে না।

শুধু সাধারণ মুসলিমই নয়; বরং যদি সে আল্লাহর পথে জিহাদে মৃত শহীদও হয়, তবুও ঋণ তাকে বেহেশ্ত্ যেতে বাধা দেবে। মহানবী ﷺ এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে বলেন, "সুবহানাল্লাহ! ঋণের ব্যাপারে কি কঠিনতাই না অবতীর্ণ হয়েছে! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর জীবিত হয়ে পুনরায় জিহাদে মৃত্যুবরণ করে, অতঃপর আবার জীবিত হয়ে আবারও শহীদ হয়, আর সে ঋণগ্রস্ত হয় - তাহলে ঐ ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে সক্ষম হবে না।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬০০ নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "ঋণ পরিশোধ না করার পাপ ছাড়া শহীদের সমস্ত পাপকে মাফ করে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৯১২ নং)*

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি মনে করেন, যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্যের সাথে সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদ্পদ না হয়ে খুন হয়ে যাই, তাহলে আল্লাহ কি আমার পাপসমূহকে মাফ করে দেবেন?' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।" অতঃপর সে যখন কিছু দূর চলে গেল, তখন তাকে ডেকে বললেন, "হ্যাঁ, তবে ঋণ পরিশোধ না করার পাপ মাফ করবেন না। জিবরীল আমাকে এরকমই বললেন।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৯১১ নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ৩টি জিনিস থেকে পবিত্র থেকে মৃত্যুবরণ করবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্ত্ প্রবেশ করবে। আর তা হল, অহংকার, গনীমতের মালে খেয়ানত ও ঋণ।" *(ইবনে মাজাহ ২৪১২ নং)*

ঋণ ভাল জিনিস নয়, ঋণ করে পরিশোধ না করা ভাল লোকের নিদর্শন নয় -এ কথা উম্মতকে বুঝাবার জন্য মহানবী ﷺ ঋণগ্রস্ত লাশের জানাযা পড়েননি!

সালামাহ বিন আক্ওয়া' বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর নিকট বসে ছিলাম। ইতি মধ্যে একটি জানাযা উপস্থিত হলে লোকেরা তাঁকে তার জানাযা পড়তে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর কি ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" সকলে বলল, 'না।'

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়লেন।

এরপর আর একটি জানাযা উপস্থিত হলে সকলে তাঁকে তার জানাযা পড়তে অনুরোধ করল। তিনি তার সম্পর্কেও প্রশ্ন করলেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলা হল, 'হ্যাঁ।' বললেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'তিন দীনার।' তা শুনে তিনি তার জানাযা পড়লেন। অতঃপর তৃতীয় জানাযা উপস্থিত হলে এবং লোকেরা শেষ নামায পড়তে আবেদন জানালে তার সম্বন্ধেও তিনি একই প্রশ্ন করলেন, "ওর কি কোন ঋণ পরিশোধ বাকী আছে?" বলল, " তিন দীনার।" বললেন, "ওকি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে?" সকলে বলল, 'না।' একথা শুনে বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ে নাও।" তখন আবু কাতাদাহ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ওর জানাযা আপনি পড়ুন। আমি ওর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিচ্ছি।' *(বুখারী, নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত ২৯০৯ নং)*

পরকালের প্রতি ক্ষীণ ঈমানের বহু মুসলিমই ঋণ করে কোন এক ওজরে তা পরিশোধ না করে বগল বাজিয়ে থাকে। অথচ সে মনের গহীন কোণে এ কথা কল্পনাও করে না যে, ঋণদাতা ও পার্থিব বিচারালয় বা কারাগার থেকে সে বেঁচে গেলেও আর এক এমন বিচারালয় ও শেষ বিচার আছে, যেখানে সে কোনক্রমেই ফাঁকি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। এ জগতে টাকা ঋণ নিয়ে সমপরিমাণ টাকা পরিশোধ করলেই সে বাঁচতে পারত। কিন্তু সে জগতে আর হাতে টাকা থাকবে না। টাকা কামাই করার কোন পথ থাকবে না। ফলে তাকে এমন জিনিস দিয়ে ঐ ঋণ পরিশোধ করতে হবে, যে জিনিসের মুখাপেক্ষী হবে সে নিজে। তখন বাধ্য হয়েই এর চাইতে বহু মূল্যবান বস্তু দিয়ে ঐ ভুলের খেসারত কড়ায়-গন্ডায় আদায় করতে হবে।

একদা মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?" সাহাবাগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যার কোন দিরহাম নেই, যার কোন আসবাব-পত্র নেই।' মহানবী ﷺ বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতে নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে দেখবে যে, সে একে গালি দিয়েছে, ওর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, এর মাল আত্মসাৎ করেছে, ওকে খুন করেছে, একে মেরেছে--- ইত্যাদি। সুতরাং প্রতিশোধ স্বরূপ একে নিজের নেকী দান করবে, ওকেও নিজের নেকী দান করবে। পরিশেষে যখন নেকী নিঃশেষ হয়ে যাবে অথচ তার প্রতিশোধ শেষ হবে না, তখন ওদের গোনাহ নিয়ে এর ঘাড়ে চাপানো হবে এবং সবশেষে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা

হবে!” *(মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৪৭ নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি একটি দীনার অথবা দিরহাম ঋণ রেখে মারা যাবে, সে ব্যক্তিকে (কিয়ামতে) নিজের নেকী থেকে পরিশোধ করতে হবে। কারণ, সেখানে কোন দীনার নেই, কোন দিরহামও নেই।” *(ইবনে মাজাহ ২৪১৪, সহীহুল জামে' ৩৪১৮, ৬৫৪৬ নং)*

পরকালে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুসলিমকে পরপারের ৪টি লুট থেকে সাবধান হওয়া উচিত; মালাকুল মওতের আত্মা লুট, ওয়ারেসীনদের ধন-সম্পত্তি লুট, পোকা-মাকড়ের দেহ লুট এবং (পরিশোধ না করা ঋণের) ঋণদাতাদের নেকীর লুট।

কিয়ামতের আদালতে নেকীর প্রয়োজন পড়বে এত বেশী যে, তারই উপর নির্ভর করে পরকালের জীবন ও তার মান নির্ণয় করা হবে। সেদিন নেকী-বদী ওজন করা হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে পাবে সন্তোষজনক (আনন্দময়) জীবন। আর যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে তার স্থান হবে হাবিয়া দোযখে; উত্তপ্ত আগুনে। *(সূরা ক্বারিআহ)*

লক্ষ টাকা দান করার চাইতে এক টাকা ঋণ পরিশোধ করা উত্তম। কারণ, দান আনে সওয়াব, আর ঋণ আনে মহাপাপ। সুতরাং সওয়াব কামানোর চেয়ে পাপের পথ বন্ধ করা নিশ্চয়ই উত্তম। পুণ্য অর্জনের চেয়ে পাপ বর্জন অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। এ জন্যই দেনা রাখা ভাল নয়। আপনজনের নিকটে হলেও দেনা পরিশোধে লম্বা সময় দিলেও সামর্থ্য হওয়া মাত্র আদায় করা উত্তম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়িই লাঞ্ছনার দাগ মুছে দেওয়াই ভাল কাজ এবং এ কাজই হল জ্ঞানীর কাজ।

আপনি দান করুন, তাতে বাধা নেই। পজিশনের সস্তা জমি-জায়গা হাতছাড়া করেন না, তাতেও কোন বাধা নেই। কিন্তু ঋণদাতার ঋণ বাকী রেখে এ সব করবেন, তাতে কিন্তু বাধা আছে।

মহানবী ﷺ বলেন, “যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এই পছন্দ করতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ ফেলি।” *(বুখারী ৬২৬৮ নং)*

সুতরাং হে ঋণগ্রস্ত মুসলিম! আপনার বর্তমান ও প্রধান চিন্তার বিষয় ঋণ-পরিশোধ হওয়া উচিত। সর্বদা সচেষ্ট ও যত্নবান হন, যাতে পাওনাদারের পাওনা সবার আগে মিটিয়ে দিতে পারেন। হ্যাঁ, আর এ জন্য আপনার ও আপনার স্ত্রী-পরিজনের বিলাসিতা কিছু কম করে দিন। অপব্যয়, অপচয় বন্ধ করুন। ঋণের উপর অপর ঋণ করার কথা মোটেই ভাবেন না। আর একজনের কাছ থেকে দেনা করে অন্য জনের পাওনা মিটানোর চেষ্টা মোটেই করবেন না। এতে প্রথম পাওনাদার

থেকে বাঁচতে পারলেও দ্বিতীয় এবং এইভাবে তৃতীয় পাওনাদারের সমালোচনার শিকার হবেন। কচ্‌কচানি হাল্কা করতে গিয়ে ইজ্জত নষ্ট হওয়ার ময়দান আরো প্রশস্ত হবে, অথচ ঋণের বোঝা কোন ক্রমেই হাল্কা হবে না। অতএব চেষ্টা করুন, যাতে প্রথম পাওনাদারের পাওনাই প্রথমভাবেই যথাসময়ে মিটিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমীন।

অসিয়ত করে গেলেও ঋণ আগে পরিশোধ্য

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি কারো জন্য অসিয়ত করে মারা যায়, তবুও তার ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে ঋণ আগে পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর যা বাকী থাকবে তা থেকে অসিয়ত পালন করা চলবে। মহানবী ﷺ বলেন, "অসিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আর কোন ওয়াসের জন্য অসিয়ত নেই।" *(বাইহাকী, ইরওয়াউল গালীল ১৬৫৫ নং)*

এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে সূরা নিসার (১১-১২ নং) মীরাসের আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং মৃতব্যক্তির ওয়ারেসীনদের জন্য ওয়াজেব হল, সর্বপ্রথম তার বকেয়া ঋণ আছে কি না, তা দেখা। যদি ঋণ থাকে, তাহলে তার ত্যক্ত অর্থ-সম্পত্তি থেকে ঐ ঋণ পরিশোধ করবে। অতঃপর দেখবে কোন ওয়াক্‌ফ বা বঞ্চিত ব্যক্তির জন্য তার অসিয়ত আছে কি না। যদি থাকে তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ত্যক্ত-সম্পত্তির ভিতরে তার অসিয়ত পালন করবে। তারপর সব শেষে অবশিষ্ট অর্থ-সম্পত্তি তারা নিজেদের মাঝে ভাগ-বন্টন করবে, তার আগে নয়। এরূপ না করলে তারা গোনাহগার হবে।

মৃতব্যক্তির তরফ থেকে ঋণ পরিশোধ্য

ঋণ রেখে কেউ মারা গেলে তার ওয়ারেসীনদের জন্য ওয়াজেব, তার ঐ ঋণ পরিশোধ করা এবং তাকে পরকালের আযাব থেকে রক্ষা করা। চাহে ঋণ নিজ ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের জন্য করে থাকুক, অথবা তাদের স্বার্থের জন্য-উভয় ক্ষেত্রেই তার দেনা মিটিয়ে দেওয়া অবশ্য-কর্তব্য। ঋণ পরিশোধের পর তার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লালন-পালনের জন্য কিছু অবশিষ্ট না থাকলেও কর্তৃপক্ষ এ কাজে কোন প্রকার অবহেলা প্রদর্শন করতে পারবে না। নচেৎ সে জান্নাতের অধিকারী হলেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

পূর্বে উল্লেখিত সা'দ বিন আত্বওয়ালের হাদীসে এ কথার তাকীদ রয়েছে। তাঁর ভাই ৩০০ দিরহাম রেখে মারা গেলেন। তিনি মনে মনে স্থির করলেন যে, ঐ

দিরহামগুলো ভায়ের ছেলে-মেয়েদের পশ্চাতে খরচ করবেন। কিন্তু ভাই ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেছেন। মহানবী ﷺ -এর কাছে সে খবর পৌঁছলে তিনি সা'দকে বললেন, "তোমার ভাই তো ঋণের জন্য আটকে আছে। তুমি তার ঋণ শোধ করে দাও।"

এ কথায় সা'দ তাঁর ভায়ের সমস্ত ঋণ শোধ করে দিলেন। অবশেষে এক মহিলা দুই দীনার দেনা পাওয়ার কথা দাবী করল। কিন্তু তার নিকট কোন প্রমাণ বা সাক্ষী কিছু ছিল না। মহানবী ﷺ বললেন, "ওকেও ২ দীনার দিয়ে দাও। কারণ, সে সত্যই দাবী করেছে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ২৪৩৩ নং, বাইহাকী, আবূ য়্যা'লা)*

ঋণ-পরিশোধে টাল-বাহানা করা অন্যায়

ঋণ করার পর ঋণ পরিশোধে টাল-বাহানা করা অন্যায়। শোধ করার মত ক্ষমতা ও উপায় থাকতেও অনেকে তাতে ছেঁচ্‌ড়ামো করে, চাইতে গেলে অনেকে রেগে ওঠে, অনেকে ব্যঙ্গ করে, অনেকে বলে, 'দেখ্‌, কয়টা টাকা পাবে তো বারবার এসে ঘর খাল করে দেবে।' কেউ বলে, 'টাকাটা কি মেরে দেব নাকি, খেয়ে নেব নাকি?' অনেকে বলে, 'তুমি তো বড়লোক মানুষ। তোমার টাকা নেওয়ার এত তাগাদা কেন? তোমার তো ব্যাংকেই থাকবে। আর ব্যাংকের সূদও তো খাবে না? ব্যাংকে থাকা আর আমার কাছে থাকা সমান।' ইত্যাদি। এমন লোকেরা 'নেওয়ার সময় খুশিখুশি, দেওয়ার সময় কষাকষি' প্রদর্শন করে থাকে। নেওয়ার সময় সুচ হয়ে আসে, কিন্তু দেওয়ার সময় ফাল হয়ে যায়। নেওয়ার আগে বারবার সালাম দেয়, দাওয়াত খাওয়ায়, কিন্তু দেওয়ার সময় দূরে থেকে নমস্কার জানায়, অথবা সাক্ষাৎ হওয়ার ভয়ে দূর থেকে দেখেই অন্য পথ ধরে। অনেকে মিথ্যা বলে, 'ঘরে নেই, টাকা নেই' ইত্যাদি বলে এমন ছেঁচড় সাজে যে, পরিশেষে ঋণদাতাই পুনরায় তার নিকট থেকে নিজের প্রাপ্য চাইতে লজ্জাবোধ করে। অনেকে মিষ্টি মিষ্টি কথায় এমন সংকোচময় পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, ঋণদাতা ঋণ দিয়ে হায়-পস্তানি করতে থাকে। কারো কাছে প্রকাশ করলেও এমন ছেঁচড়ের নাকি অপমান হয়। তখন 'উল্টে চোর গৃহস্থকে ডাঁটে।'

কিন্তু আমাদের মহানবী ﷺ বলেন, "ঋণ পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তির টাল-বাহানা নিজের জন্য অপমান ও শাস্তিকে বৈধ করে নেয়।" *(আবূ দাউদ ৩৬২৮, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩৬২৭, ইবনে হিব্বান ১১৬৪, হাকেম ৪/১০২, বাইহাকী ৬/৫১, আহমাদ ৪/২২২, ইরওয়াউল গালীল ১৪৩৪ নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক বলেন, অর্থাৎ তার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করে তাকে লজ্জিত করা এবং আইনের মাধ্যমে তাকে হাজতে দেওয়া বৈধ হয়ে যায়। *(মিশকাত ২৯১৯ নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "ঋণ পরিশোধে সামর্থ্য ব্যক্তির টাল-বাহানা করা অন্যায়। আর যখন কোন ঋণী ব্যক্তি কোন সক্ষম ব্যক্তির হাওয়ালা করে দেবে, তখন ঋণদাতার উচিত, তা অনুমোদন করা।" *(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ২/২৫৪, আবূ দাউদ ৩৩৪৫ নং, নাসাঈ, তিরমিযী, দারেমী, বাইহাকী ৬/৭০ প্রমুখ)*

এখানে আর একটি কথা স্পষ্ট হয় যে, ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে যদি আত্মীয় বা কোন দানশীল সক্ষম ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে বলে যে, 'তোমার ঐ টাকাটা অমুকের কাছ থেকে নিয়ে নিও।' এবং সেই সক্ষম ব্যক্তি যদি তাতে রাজি হয়, তাহলে ঋণদাতার উচিত, এ কথা মঞ্জুর করে ঋণীর কাছে প্রাপ্য দাবী না করে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট দাবী করা। অনুরূপ যদি ঋণী কোন অন্য ব্যক্তিকে ঋণ দিয়ে থাকে এবং বলে যে, 'আমি অমুকের কাছে এত টাকা পাব, তুমি তার কাছ থেকে তোমার প্রাপ্য নিয়ে নাও।' এবং এতে যদি উভয় পক্ষ রাজী থাকে, তাহলে ঋণদাতার এমন প্রস্তাব গ্রহণ করে নেওয়া উচিত।

যেমন ঋণীর উচিত এবং শতভাবে উচিত, উপকারের বদলা উপকার করে দেওয়া। যথাসময়ে প্রাপকের প্রাপ্য আদায় করে দেওয়া এবং টাল-বাহানা করে অথবা অস্বীকার করে লোকের মাল হরফ না করা।

আপনি অনেক সময় দেখবেন, বাহ্যতঃ আমানতদার ও মুত্তাকী মানুষ অতি বিনয় ও কাকুতি-মিনতির সাথে আপনার নিকট এসে মধুর ভাষায় ঋণ চেয়ে বসবে। এমনও হতে পারে যে, আপনার ঋণ দেওয়ার মত তত পরিমাণ অর্থ নেই, অথবা ঐ অর্থ আজ বা কাল আপনার নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু সে আপনাকে আপনার দানশীলতা স্মরণ করিয়ে দেবে, সওয়াবের কথা মনে করিয়ে দেবে, দাওয়াত করে খাইয়ে দেবে, ছোটখাটো উপহার দান করবে, আবার অনেক সময় এমন লোক দ্বারা সুপারিশ করিয়ে নেবে, যার কথা আপনি রদ্দ্ করতে পারবেন না। ফলে আপনার মন না চাইলেও আপনি তাকে ঋণ দিতে বাধ্য হবেন। গোপনে তার হাতে টাকা ধরিয়ে দেবেন, আর এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখতে এবং ঋণ-পত্র লিখতে লজ্জাবোধ করবেন, অথচ মহান আল্লাহ এ কাজ আমাদের জন্য ওয়াজেব না করলেও মুস্তাহাব বলে কুরআন কারীমের সবচেয়ে লম্বা আয়াতে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

যাই হোক, সে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আপনার উপকার ও অনুগ্রহের বড়

প্রশংসা করবে। হয়তো বা তার এই অতিরিক্ত ও ভূয়সী প্রশংসায় আপনি লজ্জাবোধ করবেন। তারপর সালাম জানিয়ে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবে। কিন্তু তারপর?

তারপর তার আর দেখা পাবেন না। তার টিকিও আর নজরে আসবে না। আপনি তাকে খোঁজ করবেন। ঋণ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আপনারও টাকার বিশেষ দরকার পড়েছে। আপনি আপনার প্রাপ্য তার নিকট চাইবেন, কিন্তু সে আপনার ছায়া থেকে বহু দূরে দূরে থাকবে। আপনি তার বাড়ির দরজায় করাঘাত করবেন, বাড়ির লোক আপনাকে বলবে, 'সে বাড়িতে নেই।' আপনি সকালে আসবেন, বলবে, 'সে ঘুমিয়ে আছে।' অতঃপর ফিরে গিয়ে এক ঘন্টা পরে আসবেন, বলবে, 'সে বাইরে গেছে।' দৈবক্রমে তার সঙ্গে দেখা হলে বা ফোনে কোন প্রকার কথা হলেও সে কিন্তু আপনার ঋণের কথা তুলবে না। যত তাড়াতাড়ি পারে আপনার বলার আগে সালাম দিয়ে বিদায় নিতে চাইবে। যেন সে আপনার কাছ থেকে কিছুই নেয়নি।

তখন আপনাকে নিশ্চয়ই অন্য উপায় খুঁজতে হবে। তার বন্ধুদের দ্বারা এ ব্যাপারে সুপারিশ করাবেন, তখন তার প্রেস্টিজে লাগবে, সে রেগে উঠবে। নাক সিঁটকে বলে উঠবে, 'আরে ভাই! ক'টা টাকা ঋণ দিয়ে আমাকে পেরেশান করে দিলে। টাকাটার জন্য আজব কচ্‌কচানি। তোমার কি ভয় হয় যে টাকাটা আমি খেয়ে ফেলব?' সে আপনাকে ধমক দেবে! অথচ আপনি তার সহিত নরম কথা বলবেন। আর এটাই বাস্তব।

পরিশেষে সে যদি 'ভাল' লোক হয়, তাহলে আপনার টাকা পরিশোধ করবে; কিন্তু ৫০/১০০ করে। এর ফলে ঋণ আদায় করতে আপনার ঘাম ছুটে যাবে। তখন মাল আপনার ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে। তার পিছনে নিজ মূল্যবান সময় ব্যয় করবেন। অথচ ঐ টাকা ফেরৎ পেয়েও কোন উপকৃত হতে পারবেন না। সে আপনার নিকট থেকে এক সঙ্গে থোকে নিয়ে আপনাকে কিছু কিছু করে অল্প অল্প পরিমাণ শোধ করবে। বলা বাহুল্য, আপনি নিজের কাজের সময় সম্পূর্ণ টাকা এক থোকে ব্যয় করতে পাবেন না।

পক্ষান্তরে লোক যদি দায়-দায়িত্বহীন মন্দ হয়, তাহলে তো সে আপনার সম্পূর্ণ ঋণই খেয়ে বসবে। সাক্ষাৎ হয়ে চাইতে গেলেই কপাল চড়িয়ে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে, চিৎকার করে বলে উঠবে, 'আমি তোমার ধারি না যাও। কি করবে করে নাও। থানা যাও, কোর্ট যাও---।' আর সে জানে যে, আপনার হাতে তার বিরুদ্ধে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। কারণ, তখন আপনি লিখতে শরম করেছেন। সুতরাং থানা-পুলিশ

করে কোন লাভও হবে না। আর যদি মেনেই নিই যে, আপনি ঋণ দেওয়ার সময় ঋণ-পত্র লিখে স্বাক্ষর-সাক্ষী রেখেছেন। তবুও কি কেস করে তার ফায়সালার অপেক্ষায় এত লম্বা সময় আপনি ধৈর্য রাখতে পারবেন? কেস করার থেকে আপনার ঐ টাকা নষ্ট হওয়াই ভাল হবে। কেননা, কেস করে তো বিড়াল লাভের জন্য মহিষ বিক্রি করতে হবে। আর তাতে আপনি নাকের বদলে নরুন পাবেন। নচেৎ ঢাকের দায়ে মনসাই বিকিয়ে যাবে।

সুতরাং হে ভাই ঋণী! এহসানীর বদলা কি এহসানী নয়? *(খত্বরুদ দুয়ূন ৬পৃঃ)*

পক্ষান্তরে এমনও কিছু চালাক লোক আছে, যারা আপনার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চট্ করে 'ফিক্সড্ ডিপোজিট' করে দেবে। অতঃপর ৫/৭ বছর সে টাকা আপনাকে শোধ না দিয়ে ব্যাংকে তা 'ম্যাচুরিটি' হয়ে ডবল হলে আপনাকে আপনার ঋণ ফেরৎ দিয়ে সূদ খেয়ে তৃপ্তি পাবে!

অনেক ধৃষ্ট ঋণগ্রহীতা আছে, যারা ঋণ নেবার সময় লিখালিখি করতে সম্মানে বাধায়, কিন্তু পরিশোধের সময় দাতার কাছে টাকা ফেরৎ পাওয়ার স্বাক্ষর করিয়ে নিতে লজ্জাবোধ করে না। এমন লোকেরা কি দ্বিতীয়বার ঋণ পাওয়ার যোগ্য? বলা বাহুল্য নানা ভোগান্তির কারণেই বহু মহাজন বলে থাকে,

'আজ নগদ কাল ধার,
ধারের পায়ে নমস্কার।'

ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ

যাকাত খাওয়ার লোভে নয়, বরং ঋণগ্রস্ত হওয়ার পর পরিশোধ করার মত ক্ষমতা না থাকার অবস্থা সৃষ্টি হলে আল্লাহর মাল যাকাত থেকে ততটুকু পরিমাণ ঋণী গ্রহণ করতে পারে, যতটুকু পরিমাণ নিলে তার ঋণ মিটিয়ে দিতে পারবে। বলা বাহুল্য, তার বেশী সে নিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সচ্ছল অবস্থা হলেও মোটা টাকার দেনা শোধার জন্য যাকাত নেওয়া বৈধ।

অবশ্য এর জন্য শর্ত এই যে, ঐ ঋণ কোন বৈধ বা বিধেয় কাজের জন্য হতে হবে। কোন অবৈধ বা অবিধেয় কাজের জন্য ঋণ করে থাকলে তা পরিশোধ করার জন্য যাকাত দেওয়া ও নেওয়া বৈধ হবে না। অধিক বিলাসিতা করার জন্য ঋণ করে থাকলে পরিশোধ উদ্দেশ্যেও যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। কেননা, অপব্যয় ইসলামে

হারাম। যেমন যাকাত থেকে শোধ করতে পারব -এই আশা রেখে লক্ষ টাকার গাড়ি ধারে কিনে বা বাড়ি করে যাকাত গ্রহণের জন্য যাকাত-ফান্ডের বিভিন্ন সংস্থায় গিয়ে হাত পাতা অধম ও হীন লোকের পরিচয়। *(ফিকহুয যাকাত ২/৬২৪-৬২৬ দ্রষ্টব্য)*

এখানে একটি বিষয়ে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে যে, যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আপনার ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে আপনি আপনার মালের যাকাত বের করার সময় ঐ ব্যক্তির ঋণ-পরিমাণ অর্থ রেখে নিয়ে তার ঋণ মাফ করে দিতে পারেন কি না?

অনেকে বলেছেন, নিজের টাকা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এমন করা বৈধ নয়। কিন্তু অন্যান্য অনেকে বলেছেন যে, যদি সত্যই সে যাকাতের হকদার হয়, তাহলে তার ঋণ মকুব করে, যাকাত থেকে শোধ করা হল, তাকে এ কথা জানিয়ে দিলে এমন কাজ বৈধ। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(ঐ ২/৮৪৯)*

ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে সময় দেওয়া এবং ঋণ মকুব করার মাহাত্ম্য

ঋণ পরিশোধ করার যে নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারিত করা হয়, সেই মেয়াদ অতিবাহিত হলে এবং খাতক তার দেনা শোধ না করতে পারলে তার বিরুদ্ধে কোনরূপ কঠোর পদক্ষেপ না নিয়ে, রূঢ় ব্যবহার ও ব্যবস্থা প্রয়োগ না করে ধৈর্য ধরা, তাকে আরো কিছু অবকাশ দেওয়া অথবা তার ঋণ একেবারেই মকুব করে দেওয়ার বড় ফযীলত রয়েছে শরীয়তে। এ ব্যাপারে পরম করুণাময় মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, যদি ঋণী অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি দান করে (ঋণ মকুব করে) দাও, তবে তা খুবই উত্তম; যদি তোমরা উপলব্ধি কর। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮০ আয়াত)*

দয়ার নবী ﷺ -এরও এ সম্বন্ধে রয়েছে একাধিক হাদীস; তিনি বলেন,

“কিয়ামতের দিন আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার নিকট এক বান্দাকে আনা হবে, যাকে তিনি ধন দান করেছিলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করবেন, ‘তুমি দুনিয়াতে কি কি আমল করেছিলে?’ লোকটি বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন কিছু আমল করতে পারি নি। তবে আপনি আমাকে যে ধন দান করেছিলেন, তদ্দ্বারা আমি ব্যবসা-বাণিজ্য করতাম। আর তাতে আমার চরিত্র এই ছিল যে, আমি সামর্থ্যবান

ব্যক্তির প্রতি সরলতা প্রদর্শন করতাম এবং অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে (আমার পাওনা আদায়ে) সময় দিতাম।' তখন মহান আল্লাহ বলবেন, 'এ ব্যাপারে আমি তোমার থেকে বেশী হকদার। (হে ফিরিশ্তামন্ডলী!) আমার বান্দাকে তোমরা মুক্তি দাও।" *(হাকেম, সহীহুল জামে' ১২৫নং)*

"এক ব্যক্তি কোন দিন কোন নেক আমল করেনি। তবে সে লোককে ঋণ দান করত এবং নিজের তহসীলদার দূতকে বলত, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় কর, অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে অবকাশ দাও এবং মাফ করে দাও। সম্ভবতঃ আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।' অতঃপর লোকটি যখন মারা গেল, তখন আল্লাহ তাকে বললেন, 'তুমি কি কোন দিন কোন ভাল কাজ করেছ?' লোকটি বলল, 'না। তবে আমার একজন (তহসীলদার) কিশোর ছিল। আমি মানুষকে ঋণ দান করতাম। আর আমি যখন তাকে সেই ঋণ আদায় করতে পাঠাতাম, তখন বলতাম, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় কর, অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে অবকাশ দাও এবং মাফ করে দাও। সম্ভবতঃ আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন।' আল্লাহ বললেন, 'আমিও তোমাকে মাফ করে দিলাম।" *(নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে' ২০৭৮ নং)*

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির একটি লোকের জান কবয করতে মালাকুল মওত উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন, 'তুমি কি কোন নেক আমল করেছ?' সে বলল, 'আমি (কোন ভাল কাজ করেছি বলে) জানি না।' ফিরিশ্তা বললেন, 'ভেবে দেখ।' লোকটি বলল, 'আমি এমন কিছু জানি না। তবে আমি লোকের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের কাজ করতাম। আর অসামর্থ্যবান ব্যক্তিকে (পাওনা আদায়ে) সময় দিতাম এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে মাফ করে দিতাম।' সুতরাং আল্লাহ এই আমলের অসীলায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।" *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ২০৭৯ নং)*

"যে ব্যক্তি ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে সময় দেবে, অথবা তার ঋণ মকুব করে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁর সেই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।" *(আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬১০৬, ৬১০৭ নং)*

"যে ব্যক্তি খুশীর সাথে এই কামনা করে যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই দেন, সে ব্যক্তির উচিত, ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ সহজ করে দেওয়া অথবা তার ঋণ মকুব করে দেওয়া।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৯০২ নং)*

"যে ব্যক্তি কোন ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে অথবা তার ঋণ

মাফ করে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন।" *(ঐ, মিশকাত ২৯০৩ নং)*

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনের পার্থিব কোন একটি দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের একটি দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি (দেনা আদায়ে) অক্ষম ব্যক্তিকে সরলতা প্রদর্শন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সব কিছু আসান করে দেবেন---।" *(আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৫৭৭ নং)*

"যে ব্যক্তি ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ খাতককে (ঋণ পরিশোধ করতে) সময় দেবে, সে ব্যক্তি প্রত্যহ তার ঋণ-পরিমাণ সদকাহ করার সওয়াব লাভ করবে। আর এ সওয়াব সে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পাবে। পক্ষান্তরে মেয়াদ অতিক্রম হওয়ার পরও যদি সে তাকে আরো সময় দিয়ে থাকে, তাহলে সে তার বিনিময়ে তার ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ সদকাহ করার সমান সওয়াব প্রত্যহ অর্জন করবে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬১০৮ নং)*

দেনা শোধ করার সময় সালিস বা আপোস করাও বৈধ। যেমন যদি কেউ পরিশোধ করতে না পারে তবে ঋণদাতাকে রাজী করিয়ে ঋণগ্রস্তের কিছু ঋণ মাফ করিয়ে বাকী সাথে সাথে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা যায়।

আল্লাহর রসূল ﷺ -এর আমলে মসজিদে নববীতে একদা কা'ব বিন মালেক, ইবনে আবী হাদরাদকে দেওয়া স্বীয় প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকীদ করছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের উভয়ের গলার আওয়াজ উঁচু হলে রসূল ﷺ তাঁর বাসা থেকে শুনতে পেলেন। তিনি বাইরে বের হয়ে এলেন এবং হুজরার পর্দা সরিয়ে ডাক দিলেন, "ওহে কা'ব!" কা'ব বললেন, 'হাজির, হাজির, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর মহানবী ﷺ হাতের ইশারায় তাঁর অর্ধেক ঋণ মকুব করে দিতে বললেন। কা'ব বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি তাই করলাম।' তখন মহানবী ﷺ ঋণী ইবনে আবী হাদরাদকে বললেন, "ওঠ (যাও), বাকী ঋণ পরিশোধ করে দাও।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৯০৮ নং)*

ঋণী দেউলিয়া হলে

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেলে তার বিক্রিতব্য কিছু থাকলে তা বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। পাওনাদার একাধিক হলে তার মূল্য সকলের মাঝে ভাগ করা কর্তব্য। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি ধারে কিছু বিক্রয় করে থাকে এবং তার মূল্য পরিশোধ করার আগে ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতাই ঐ বস্তুর অধিক হকদার হবে। অর্থাৎ, সে তার ঐ বস্তু ফেরৎ পাবে। আর অন্যান্য পাওনাদার এ থেকে কোন ভাগ পাবে না। *(সহীহুল জামে’ ২৬৯৯, ২৭১৭, ২৭১৯, ২৭২০ নং)*

ঋণ আদায়কালে জোর-জবরদস্তি

ঋণ ও প্রাপ্য আদায়কালে ঋণদাতার উচিত, নম্রতা ও ধৈর্যশীলতা ব্যবহার করা, নির্ধারিত মেয়াদ অতিবাহিত হয়ে গেলে তাকে অতিরিক্ত সময় দেওয়া। কিন্তু খাতক যদি ছেঁচড় হয়, অথবা যালেম হয়, সে ঐ অর্থ অস্বীকার করে হরফ করবে বলে আশঙ্কা হয়, তাহলে আদায়ের জন্য জোর-জবরদস্তি প্রয়োগ করা যাবে। তবে তা প্রয়োজন, পরিমাণ ও বৈধতা মত। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে পাওনাদার কাযীর কাছে নালিশ করে তার হক আদায় করে নিতে পারে। অথবা সমাজের মান্য-গণ্য ব্যক্তিত্বের কাছে আবেদন করে তাঁদের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ করে ঋণ আদায় করতে পারে। শান্তিপূর্ণভাবে ঠেলা দিয়ে আদায় করাই কর্তব্য। পক্ষান্তরে ঋণীর পিছনে গুন্ডা লাগিয়ে, ব্যক্তিগতভাবে তাকে মারধর করে বা খুন করার হুমকি দেখিয়ে ঋণ আদায় করা এক প্রকার বাড়াবাড়ি ও যুলুম।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য হক আদায় করতে চাইবে তার উচিত, সে যেন সংযম ও সাধুতার সাথে তা আদায় চায়। তাতে সে তার হক পূর্ণ আদায় পাক অথবা আদায় না পাক।” *(ইবনে মাজাহ ২৪২১, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৬৩৮৪ নং)*

প্রকাশ যে, সংযম ও সাধুতা বজায় রাখতে চাইলে অশ্লীল ভাষা, মারধর বা এই শ্রেণীর কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি প্রয়োগ করা বৈধ হবে না।

তদনুরূপ কবজায় পেয়ে তার অন্য মাল-সম্পদ আটক করে নেওয়া, যেমন গাড়ি বা পশু ইত্যাদি ধরে আটক রেখে ঋণ আদায় চাওয়া অসংযম ও অসাধুতার পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং আইনের সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্য চাপ প্রয়োগ বৈধ হবে না। ইসলামী আইন না থাকলে পঞ্চায়েতী, গ্রাম্য বা সামাজিক সালিসী পদ্ধতির মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি সম্ভব। অন্যথা এমন আইনের সাহায্য নিয়ে কি লাভ, যে আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে ‘নাকের বদল নরুন’ পাওয়া যাবে।

পাওনাদারের গরম কথা বলার অধিকার আছে

পাওনাদার সঠিক সময়ে তার ঋণ পরিশোধ না পেলে যেমন তার দুঃখ হওয়ার কথা, তেমনি রাগও। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সে দু'-চার কথা নরম-গরম শুনাবে -এটা স্বাভাবিক। এমন হলে খাতকের ধৈর্য ধরে সহ্য করে নেওয়া উচিত।

এ ব্যাপারে আমাদের মহানবী ﷺ মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি এক ব্যক্তির নিকট ঋণী ছিলেন। লোকটি ঋণ আদায় করতে এসে মহানবী ﷺ কে কর্কশ ভাষায় কটু কথা শুনাতে শুরু করে দিল। তা দেখে সাহাবাগণ তাকে (ধমক দিয়ে) বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ বললেন, "হকদারের কথা বলার অধিকার আছে। তোমরা ওর ঋণ শোধ করে দাও।" *(মুসলিম ১৬০১, আহমাদ)*

আর এক মরুবাসী (গেঁয়ো) লোকের কাছে তিনি কিছু খেজুর ধার করেছিলেন। সে তাঁর নিকট নিজের পাওনা আদায় করতে এসে তাঁকে কটু কথা শুনাতে লাগল। এমনকি সে তাঁকে বলল, 'আপনি আমার ঋণ পরিশোধ না করলে, আমি আপনাকে মুশকিলে ফেলব!' এ কথা শুনে সাহাবাগণ তাকে ধমক দিলেন ও বললেন, 'আরে বেআদব! জান তুমি কার সাথে কথা বলছ?' লোকটি বলল, 'আমি আমার হক আদায় চাচ্ছি।' মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা হকদারের সঙ্গ দিলে না কেন?" অতঃপর তিনি খাওলাহ বিন্তে কাইসের নিকট বলে পাঠালেন যে, "যদি তোমার কাছে খেজুর থাকে, তাহলে আমাকে ধার দাও। অতঃপর আমাদের খেজুর এলে তোমাকে পরিশোধ করে দেব।" খাওলাহ বললেন, 'অবশ্যই দোব। আমার আব্বা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তিনি খেজুর দিলে মহানবী ﷺ লোকটির ঋণ পরিশোধ করলেন এবং আরো কিছু বেশী খেতে দিলেন। লোকটি বলল, 'আপনি আমার হক পূরণ করলেন, আল্লাহ আপনার হক পূরণ করুক।' মহানবী ﷺ বললেন, "ওরাই হল ভাল লোক, (যারা সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।) সে জাতি পবিত্র হবে না (বা না হোক), যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে আদায় না করতে পেরেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বায্যার, ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ২৪২১ নং)*

ঋণ আদায় ও পরিশোধ কালে উদারতার মাহাত্ম্য

উদার ও মহানুভব মানুষকে কে না ভালোবাসে? সর্ব বিষয়ে যার খোলা-মেলা মন ও মুক্ত হৃদয় মানুষকে মুগ্ধ করে। উদারতার সুমধুর ব্যবহারে মানুষকে তার কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করে। এমন মানুষকে আল্লাহও ভালোবাসেন, তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে বিক্রয়কালে উদার, ক্রয়কালে উদার, ঋণ পরিশোধ কালে উদার এবং ঋণ আদায়কালেও উদার।" *(বুখারী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৩৪৯৫ নং)*

হ্যাঁ, অপরের নিকট থেকে নিজের প্রাপ্য অর্থ বা অধিকার আদায়কালেও বড় প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দিতে হয়। পরীক্ষা দিতে হয় কঠিন ধৈর্যের। তবেই পাওয়া যায় আল্লাহর রহমত। অনুরূপ মনে সংকীর্ণতাকে আশ্রয় না দিয়ে ঋণদাতা ও গ্রহীতাকেও বড় উদারতার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। কথায় আছে, 'ধার নয় বন্ধন, উপোস নয় চন্দন।'

আদায়ের নিয়ত থাকলে আল্লাহ ঋণীর সহায় হন

ঋণ করার পর ঋণীর যদি তা সত্বর আদায় সংকল্প, নিয়ত, ইচ্ছা থাকে, তাহলে সে এ ব্যাপারে আল্লাহর গায়বী সাহায্য পায়। আল্লাহ তার ঋণ-পরিশোধের পথ সহজ করে দেন। তবে শর্ত হল, সে ঋণ বৈধ বিষয়ে হতে হবে। কারণ, তাকওয়ার কাজে মহান আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন। তিনি বলেন,

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ۝٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ۝٣ ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ সহজ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করেন। আল্লাহ

সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করেছেন। (*সূরা ত্বালাক্ব ২-৩ আয়াত*)

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ﴾

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন। *(ঐ ৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি লোকের মাল নিয়ে আদায় করার ইচ্ছা রাখে, সে ব্যক্তির তরফ থেকে আল্লাহ তা আদায় করে দেন। আর যে ব্যক্তি তা নিয়ে আত্মসাৎ করার ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ তাকে (দুনিয়াতে ও আখেরাতে) ধ্বংস করেন।" *(আহমাদ, বুখারী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৫৯৮০ নং)*

"যে ব্যক্তি ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করার ইচ্ছা রাখে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সাহায্য করেন।" *(নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৫৯৮১ নং)*

"আল্লাহ তাআলা ঋণীর সহায় থাকেন, যতক্ষণ না সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পেরেছে -যদি তার ঋণ আল্লাহর অপছন্দনীয় কোন বিষয়ে না হয় তবে।" *(বুখারীর তারীখ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ১৮২৫ নং)*

উম্মুল মু'মিনীন মাইমূনাহ (রাঃ) ঋণ করতেন। তা দেখে তাঁর কিছু আত্মীয় তাঁকে এ ব্যাপারে মানা করল এবং এ কাজ তার জন্য সঙ্গত নয় বলে মত প্রকাশ করল। কিন্তু তিনি এ কাজ যে অসঙ্গত নয়, তার প্রমাণে বললেন, 'আমি আমার নবী ও প্রিয়তম ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, "যে কোনও মুসলিম ঋণ করে তা পরিশোধের ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ দুনিয়াতে তার তরফ থেকে তার ঐ ঋণ আদায় করে দেন।" *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ২৪০৮ নং, ত্বাবারানী)*

বানী ইসরাঈলের একটি লোক অন্য একটি লোকের নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইল। ঋণদাতা বলল, কয়েক জন সাক্ষী নিয়ে এস, আমি এ ব্যাপারে তাদেরকে সাক্ষী রাখব। ঋণগ্রহীতা বলল, সাক্ষির জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তখন ঋণদাতা বলল, তবে একজন যামিন উপস্থিত কর। ঋণগ্রহীতা বলল, আল্লাহই যথেষ্ট যামিন। ঋণদাতা বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। তারপর সে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। অতঃপর ঋণগ্রহীতা সমুদ্রযাত্রা করল এবং তার ব্যবসায়িক প্রয়োজন সমাধা করল। তারপর সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ে সে ঋণদাতার নিকট এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার যানবাহন সে পেল না। তখন অগত্যা সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা চিঠি ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তার মধ্যে পুরে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিল। তারপর ঐ কাষ্ঠখন্ডটা নিয়ে সমুদ্র-তীরে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ! তুমি

তো জান, আমি অমুকের নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঋণ চাইলে সে আমার কাছ থেকে যামিন চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যথেষ্ট যামিন। এতে সে রাযী হয়ে যায়। সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। এতে সে রাযী হয়ে যায় (এবং আমাকে ঋণ দেয়)। আমি তার প্রাপ্য (যথাসময়ে) তার নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম; কিন্তু পেলাম না। আমি ঐ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তোমার নিকট আমানত রাখছি। এই বলে সে কাষ্ঠখন্ডটা সমুদ্র-বক্ষে নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তা সমুদ্রের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাবার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল।

ওদিকে ঋণদাতা (নির্ধারিত দিনে) এই আশায় সমুদ্র-তীরে গেল যে, হয়তো বা দেনাদার তার পাওনা টাকা নিয়ে এসে পড়েছে। ঘটনাক্রমে ঐ কাষ্ঠখন্ডটা তার নজরে পড়ল, যার ভিতরে স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে তা পরিবারের জ্বালানি করার জন্য বাড়ি নিয়ে গেল। অতঃপর যখন কাঠের টুকরাটা চিরল, তখন ঐ স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠিটা সে প্রাপ্ত হল।

কিছুদিন পর দেনাদার লোকটি অন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে পাওনাদারের নিকট হাজির হল। (কারণ, কাঠের টুকরাটা তার নিকট যে পৌঁছবে, তার নিশ্চয়তা ছিল না। আর সময় মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দুঃখ করে) সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার (প্রাপ্য) মাল যথাসময়ে পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে যানবাহনের খোঁজে সর্বদা চেষ্টিত ছিলাম। কিন্তু যে জাহাজটিতে আমি এখন এসেছি, সেটির আগে আর কোন জাহাজই পেলাম না। (তাই সময় মত আসতে পারলাম না।)

ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার জন্য কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন জাহাজই আমি পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কাঠের টুকরার ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে তা আল্লাহ তোমার হয়ে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে প্রশান্ত-চিত্তে প্রস্থান করল। *(বুখারী ২২৯১, সহীহুল জামে ২০৮১ নং)*

বলা বাহুল্য, নিয়ত পাকা থাকলে এবং আল্লাহর ভয় ও ভরসা থাকলে ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নিয়ে থাকেন। কোন এক অসীলা ও হিল্লায় ঋণীর ঋণ পরিশোধ করে থাকেন।

পক্ষান্তরে পাকা নিয়ত ও শত চেষ্টার পরও যদি কোন ঋণী তার ঋণ পরিশোধ করতে কোন বাধার সম্মুখীন হয় এবং ঐ হালেই তার মৃত্যু এসে যায়, তাহলে যেহেতু তার পরিশোধ করার পাক্কা সংকল্প ছিল এবং চেষ্টাও ছিল, কিন্তু কোন

প্রতিবন্ধকতার ফলে সে তাতে সক্ষম হয়ে ওঠেনি, সেহেতু মহান আল্লাহ তাকে পরকালে সাহায্য করবেন এবং ঋণ পরিশোধ না করার শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন। মহনবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঋণ নেওয়ার পর পরিশোধ করার নিয়ত রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার তরফ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেবেন।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫৯৮৬ নং)*

ঋণ আদায় করতে সাহায্য-ভিক্ষার দুআ

যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে ঋণ আদায়ের পাক্কা সংকল্প রাখে, সে ব্যক্তির উচিত, আন্তরিকতার সাথে রুযীদাতা, অভাব-দূরকারী, মদদগার আল্লাহর কাছে দুআ করা এবং ঋণ পরিশোধে তাঁর খাস সাহায্য ভিক্ষা করা।

দুআ করবে নিম্নের দুআগুলির মাধ্যমে ঃ-

১- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফায্‌লিকা আম্মান সিওয়া-ক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং নিজ অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৮০)*

২-

.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি অল হুয্‌নি অল আজ্‌যি অল কাসালি অল বুখ্‌লি অল জুব্‌নি অ য়্যালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের প্রতাপ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(বুখারী ৭/ ১৫৮)*

৩- রাত্রে শয়নকালে নিম্নের দুআ পঠনীয় ;

.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা রাব্বাস সামা-ওয়া-তি অরাব্বাল আরযি অরাব্বাল আরশিল আযীম। রাব্বানা অরাব্বা কুল্লি শাই, ফা-লিক্বাল হাব্বি অন্নাওয়া, অমুনাযযিলাত তাউরা-তি অলইনজীলি অলফুরক্বান। আঊযু বিকা মিন শার্রি কুল্লি যী শার্রিন আন্তা আ-খিযুন বিনা-সিয়াতিহ। আল্লা-হুম্মা আন্তাল আউওয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাই, অআন্তাল আ-খিরু ফালাইসা বা'দাকা শাই, অআন্তায যা-হিরু ফালাইসা ফাউক্বাকা শাই, অআন্তাল বা-ত্বিনু ফালাইসা দূনাকা শাই, ইক্বযি আন্নাদ্ দাইনা অআগনিনা মিনাল ফাক্বর।

অর্থ- হে আল্লাহ! হে আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও মহা আরশের অধিপতি। হে আমাদের ও সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে শস্যবীজ ও আঁটির অঙ্কুরোদয়কারী! হে তাওরাত, ইনজীলও ফুরকানের অবতারণকারী! আমি তোমার নিকট প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি- যার ললাটের কেশগুচ্ছ তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই আদি তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই অন্ত তোমার পরে কিছু নেই। তুমিই ব্যক্ত (অপরাভূত), তোমার উর্ধ্বে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। আমাদের তরফ থেকে আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং আমাদেরকে দারিদ্র থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল (অভাবশূন্য) করে দাও। *(মুসলিম ৪/ ২০৮৪)*

৪- .

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাস্তুর আউরাতী অআ-মিন রাউআতী অক্বযি আন্নী দাইনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপনীয় ত্রুটিকে গোপন কর,ভয় থেকে নিরাপত্তা দাও এবং আমার তরফ থেকে আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। *(সহীহুল জামে' ১২৬২ নং)*

ঋণ আদায় করতে পারলে দুআ ও প্রশংসা

ঋণ পরিশোধকালে ঋণদাতার শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নিম্নের দুআ বলতে হয়;

.

উচ্চারণঃ- বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা অমা-লিক, ইন্নামা জাযা-উস সালাফিল হামদু অলআদা-'।

অর্থ- আল্লাহ তোমার পরিবার ও মালে বর্কত দান করুন। ঋণের প্রতিদান তো প্রশংসা ও আদায়। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ১৯৬৮-নং)*

ঋণ দিয়ে মুনাফা, উপঢৌকন বা উপকার নিলে তা সূদ

ঋণ দেওয়ার পশ্চাতে হিকমত, যুক্তি ও উদ্দেশ্য হল একজন সংকটাপন্ন মানুষকে সাময়িক সাহায্য করা, কারো জীবন-সংসারে তথা অর্থনৈতিক মান সমুন্নত করা। এর হিকমত ও উদ্দেশ্য মোটেই এ কথা নয় যে, ঋণদাতা ঋণ দিয়ে অর্থ উপার্জন করবে অথবা পার্থিবভাবে কোন প্রকার উপকৃত হবে। ঋণদান অর্থকরী কোন মাধ্যম নয়। ঋণদানকে এক প্রকার ব্যবসা মনে করাও সঙ্গত নয়। এর পশ্চাতে একমাত্র যে উপকার ও লাভের আশা করা যায়, তা হল নিছক পারলৌকিক। ঋণ দিয়ে পরকালের সওয়াব লাভ ছাড়া ইহকালের কোন ফায়দা লাভ সূদ খাওয়ার সমপর্যায়।

আর এ জন্যই ঋণের সমপরিমাণ অর্থ ছাড়া তার চাইতে বেশী অর্থ পূর্বশর্ত ও পরিচিতি অনুযায়ী ঋণগ্রহীতার দেওয়া এবং ঋণদাতার নেওয়া হারাম। অর্থাৎ, যদি ঋণদাতা ঋণ দেওয়ার সময় অথবা ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় ঋণীর উপর অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার শর্ত লাগায় অথবা এমন অতিরিক্ত দেওয়া-নেওয়া যদি উভয়ের কাছে পরিচিত ও প্রচলিত হয়, তাহলে শর্ত আরোপ না করলেও ঐ অতিরিক্ত মুনাফা সূদ বলে গণ্য হবে।

যেমন ঋণ পরিশোধের পূর্বে ঋণগ্রহীতার তরফ থেকে কোন প্রকার হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা ঋণদাতার জন্য বৈধ নয়। কারণ, তাও সূদের পর্যায়ভুক্ত। কেননা, আবু বুরাইদা বিন আবু মূসা কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি (ইরাক হতে) মদীনায় এলাম এবং আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর (কথা প্রসঙ্গে) তিনি বললেন, 'তুমি এমন এক দেশে আছ যেখানে সুদ ব্যাপক আকারে প্রচলিত। সুতরাং তুমি কোন ব্যক্তিকে কোন কিছু ঋণ দিয়ে থাকলে সে যদি তোমাকে উপঢৌকনস্বরূপ এক বোঝা গমের কাঁচকি, অথবা এক বোঝা যব অথবা এক বোঝা (গবাদি পশুর খাদ্য লূস্যার্ন) পাতা দিতে আসে তাহলে তা গ্রহণ করো না। কারণ তা সূদ!' *(বুখারী ১৮১৪ নং, মিশকাত ২৮৩৩ নং)*

ইবনে তাইমিয়্যাহ তাঁর ফতোয়ায় বলেছেন, 'সুতরাং নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবাবর্গ ঋণদাতাকে ঋণপরিশোধের পূর্বে ঋণগ্রহীতার হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা ঐ হাদিয়া পেশ করার মতলব হল ঋণ পরিশোধের মেয়াদ পিছিয়ে দিতে বলা যদিও সে এর শর্ত আরোপ করে না এবং মুখে প্রকাশ করে সে কথা বলে না। সুতরাং এরূপ করা সেই ব্যক্তির অনুরূপ হবে যে এক হাজার

নিয়ে তার বিনিময়ে নগদ হাদিয়া ও বিলম্বিত এক হাজার ফেরৎ দেয়। আর এমন কাজ অবশ্যই সুদ। পক্ষান্তরে ঋণ পরিশোধের সময়ে নেওয়া অর্থ থেকে উপহার হিসাবে কিছু বেশী দেওয়া এবং পরিশোধের পর ঋণদাতাকে কোন হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়ে (উপকারের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা) ঋণগ্রহীতার জন্য বৈধ। যেহেতু এতে সুদের অর্থ বর্তমান থাকে না।'

ঋণ নেওয়ার পরে ঋণদাতার অনুগ্রহের প্রতিদান প্রকাশার্থে ঋণদাতাকে কোন জিনিস সঠিক দামের চেয়ে কমদামে বিক্রয় করা অথবা ভাড়া দেওয়া এবং ঋণদাতার তা নেওয়া সূদের পর্যায়ভুক্ত। *(ফতোয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৯/৪৪১)*

পরিশোধ করার সময় নিজে থেকে বেশী দেওয়ার ফযীলত

এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আসল অর্থ থেকে বেশী দেওয়া-নেওয়া যদি উভয়ের মাঝে আরোপিত শর্তানুযায়ী না হয় অথবা তাদের মাঝে এমন লেনদেন প্রচলিত না থাকে, তাহলে পরিশোধ করার সময় ঋণগ্রহীতার স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু বেশী দেওয়া এবং ঋণদাতার তা গ্রহণ কর সূদ দেওয়া-নেওয়ার পর্যায়ভুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে খুশী হয়ে কিছু পরিমাণ টাকা বেশী দিতে পারে অথবা যে জিনিস ধার নিয়েছিল তার গুণগত মানের চাইতে বেশী উন্নত মানের জিনিস ফেরৎ দিয়ে ধার শোধ করতে পারে এবং ঋণদাতা এই সৌজন্যমূলক বাড়তি অংশ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে।

ঋণদান এক প্রকার উপকার। আর উপকারের পরিবর্তে উপকারীর উপকার করা উপকৃতের কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَـٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَـٰنُ ﴾

অর্থাৎ, উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? *(সূরা রাহমান ৬০ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তোমাদের কোন উপকার করে তোমরা তার প্রতিদান দাও। যদি প্রতিদান দেওয়ার মত কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য দুআ কর। যাতে তোমরা মনে করতে পার যে, তোমরা তার প্রতিদান দিয়েছ।" *(আহমাদ ২/৬৮, আবু দাউদ ১৬৭২, নাসাঈ)*

আবু রাফে' ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি

উটের বাচ্চা ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর নিকট যখন সদকার উট এল তখন তিনি ঐ লোকটির উঁটের বাচ্চা পরিশোধ করতে আমাকে আদেশ করলেন। আমি বললাম, 'উটগুলোর মধ্যে সবগুলোই বড় বড় উট রয়েছে, উটের কোন বাচ্চা ওদের মধ্যে নেই।' তখন নবী করীম ﷺ বললেন,

.( )

অর্থাৎ, ঐ বড় উটই দিয়ে দাও। কারণ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে (ঋণ) পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম।" *(মুসলিম ৫/৪৫, হাদীস নং ১৬০০)*

জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহর রসূল ﷺ আমার নিকট কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। তিনি তা পরিশোধকালে আমাকে বেশী দান করেছিলেন। *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)*

বানী ইসরাঈলের যে তিন ব্যক্তি গিরীগুহায় পাথর চাপা পড়ে বন্দী হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করার বর্কতে এবং সেই অসীলায় দুআ করার ফলে তাদের বিপদ কিছু লাঘব হয়েছিল।

তৃতীয় জন বলেছিল, 'হে আল্লাহ! আমি কতকগুলো শ্রমিক খাটিয়েছিলাম; তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য পারিশ্রমিক আমি প্রদান করেছি। কেবল মাত্র একজন তার পারিশ্রমিক ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আমি তার প্রাপ্য অর্থ (ব্যাবসায়) বিনিয়োগ করলাম। সেই অর্থ থেকে বহু অর্থ ও মাল সঞ্চয় হল। কিছুকাল পরে যখন সে এসে আমাকে বলল, আল্লাহর বান্দা! আমার পারিশ্রমিক আদায় করুন। তখন আমি বললাম, এই উট, গরু, ছাগল-ভেঁড়া, দাস যা কিছু দেখছ সবই তোমার সেই পারিশ্রমিক! সে বলল, আল্লাহর বান্দা! আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করেন না। আমি বললাম, আমি তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিনি। একথা শুনা মাত্র সবকিছু নিয়ে চলে গেল। সে সবের কিছুই সে ছেড়ে গেল না।

হে আল্লাহ! একাজ যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে থেকেছি তাহলে আমরা যে বিপদে বিপদাপন্ন তা থেকে রক্ষা কর।'

এতে পাথরখানি সম্পূর্ণ সরে গেল। তারা সেখান হতে বের হয়ে চলতে লাগল। *(বুখারী ২২৭২ নং মুসলিম ২৭৪৩ নং)*

যে মুদ্রা ঋণ দেওয়া হয়েছে তাই পরিশোধ্য

টাকা ঋণ দিয়ে বর্তমান বাজার দরে ডলার শোধ নেওয়ার চুক্তি বৈধ নয়। মনে করুন, আজকে ডলারের বাজার দর হল, ১ ডলার সমান ৪০ টাকা। আপনি ঋণ দিচ্ছেন এই শর্তে যে, ৪০০০ টাকা ঋণ এক বছর পর আপনি (বর্তমান মানে) ১০০ ডলার রূপে শোধ নেবেন। কারণ মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপার আছে, আর তাতে মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে। তবে এতে হয়তো আপনার নোকসান যেতে পারে। কারণ এক বছর পর ঐ ৪০০০ এর মূল্যমান ৪০০০ নাও থাকতে পারে, বরং কমে যেতে পারে। তবুও আপনি ঐ চুক্তি করতে পারেন না। বরং যে টাকা আপনি দিয়েছেন সে টাকা সেই পরিমাণই আপনাকে শোধ নিতে হবে; যদিও মুদ্রাস্ফীতির ফলে তার মূল্যমান পড়ে গেছে।

তবে হ্যাঁ, চুক্তি না করে এক বছর পর আপনার ঐ ৪০০০ টাকা পরিশোধ নেওয়ার সময় তখনকার বাজার দর অনুযায়ী ডলার নেন, তাহলে তাতে দোষ নেই। তখন ডলার কম পেয়ে আপনার নোকসান হলেও আল্লাহর কাছে আপনার কোন নোকসান নেই। তাঁর কাছে তো আপনার জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছেই। *(ফাতাওয়াল বুয়ূ' ৬৬-৬৭, ৭১-৭২পৃঃ)*

মোদ্দা কথা, পার্থিব কোন প্রকার উপকার লাভের আশা ত্যাগ করেই ঋণদান করতে হবে। মুনাফা পাবেন পরকালে। অবশ্য ঋণী যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার উপকারের বদলা ঋণ পরিশোধ করার সময় বা তার পরে দিতে চায়, তাহলে সেটা আপনার জন্য 'মূলোকে মূলো, পোঁদে শাক' কিছু লাভ তো বটেই।

ঋণদাতা মারা গেলে কিভাবে পরিশোধ্য?

ঋণ নেওয়ার পর ঋণগ্রস্তের যদি তা আদায় ও পরিশোধ করার নিয়ত ও চেষ্টা থাকে, তাহলে তা করা অতি সহজ হয়ে যায়। কিন্তু চেষ্টা না থাকলে এবং কোন এক বাহানাতে হরফ করার ইচ্ছা থাকলে আল্লাহর ধ্বংসের শিকারে পরিণত হয় ঋণী।

ঋণদাতা মারা গেলেও তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তার ওয়ারেসীনকে সে আমানত প্রত্যর্পণ করতে হবে। তার কোন ওয়ারেস না থাকলে সে অর্থ 'বায়তুল মাল' ফান্ডে জমা দিতে হবে। *(ফাতাওয়াল বুয়ূ' ১০৪পৃঃ)* কিন্তু সে ফান্ড্ও যদি না

থাকে, তাহলে ঋণদাতার তরফ থেকে সে মাল গরীব-মিসকীন, মসজিদ-মাদ্রাসা বা এতীমখানায় দান করে দিতে হবে। কোন প্রকার ওজর-বাহানার মাধ্যমে কুড়িয়ে পাওয়া মাল মনে করে সে মাল নিজের ঘাড়ে রাখলে কাল কিয়ামতে সওয়াব দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। অতএব মুসলিম হুশিয়ার!

সুদের উপর ঋণ নেওয়া বৈধ নয়

সূদ দেওয়ার শর্তে ঋণ নেওয়া মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। বৈধ নয় সূদী ব্যাংক থেকে লৌন নেওয়া। কারণ, সূদখোর ও সূদদাতা উভয়ই সমান পাপের ভাগী। হারাম খাওয়ায় যে সহায়তা করে সেও এক প্রকার হারামখোর।

আল্লাহর রসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, "(পাপে) ওরা সকলেই সমান।" *(মুসলিম ১৫৯৮নং)*

কিন্তু সমস্যা হল, ঋণ করার একান্ত প্রয়োজন পড়লে এবং বিনা সূদে ঋণ পাওয়া না গেলে তখন উপায় কি? বিশেষ করে (বিনা সূদে) মোটা টাকার ঋণ দেওয়ার মত কেউ বা কোন সংস্থা না থাকলে চলার পথ কি?

প্রকৃতপক্ষে যদি কেউ নিরুপায় ও গত্যন্তরহীন হয় এবং চেষ্টা ও সন্ধান সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট থেকে বিনা সূদে ঋণ পাওয়া না যায়, তথা সূদের উপর ঋণ নিতে সত্যই বাধ্য হয়, তবে সে প্রয়োজন ও ঐ শর্তে ঋণ নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে গত্যন্তর না থাকার সে -ইন শাআল্লাহ- পাপী হবে না। কারণ, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত ভার দেন না। আর যে নিষিদ্ধ কাজ করতে বান্দা অনন্যোপায়, সে কাজের উপর তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না। এ কথা কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হয়েছে। *(উদাহরণস্বরূপ দেখুন, ২/১৭৩, ২/২৩৩, ২/২৮৬, ৫/৩, ৬/১৪৫, ৬/১৫২, ৭/৪২, ১৬/১১৫, ২৩/৬২, ৬৫/৭)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾

অর্থাৎ, --- তিনি তোমাদের জন্য যা অবৈধ করেছেন, বিশদভাবে তা বিবৃত করেছেন। তবে যা ভক্ষণ করতে তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও তা ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য বৈধ। *(সূরা আনআম ১১৯ আয়াত)*

সূদ খাওয়ার বিভিন্ন ছল-বাহানা এবং ঋণের বিভিন্ন ধরন

সমাজে একাধিক ঋণ লেনদেন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যার মাধ্যমে খাতক সরাসরিভাবে সূদ খেয়ে থাকে। অবশ্য কেউ কেউ সরাসরি না খেয়ে ঘুরিয়ে নাক দেখিয়ে থাকে। আর সে সব পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ-

১। ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে মেয়াদ শেষে ১১০ টাকা নেওয়ার চুক্তি।

২। ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে মেয়াদ শেষে ১১০ টাকা ও তার সাথে অন্য কোন জিনিস নেওয়ার চুক্তি।

৩। ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে ১০০ টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত নির্দিষ্ট খিদমত বা উপকার গ্রহণের চুক্তি।

৪। ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে অনুরূপ ঋণ তাকে দেওয়ার চুক্তি।

৫। ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে কোন জিনিস বন্ধক নিয়ে মাসিক হারে নির্দিষ্ট ও অতিরিক্ত অর্থ আদায়।

৬। ১০,০০০ টাকা ঋণ দিয়ে ১ বিঘা জমি বন্ধক রেখে পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার ফসল খেয়ে যাওয়া।

৭। ৫০,০০০ টাকা ঋণ দিয়ে ফ্লাট বন্ধকে নিয়ে পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাতে বাস করতে থাকা। অনুরূপ কোন জিনিস নিয়ে তা ব্যবহার করা।

৮। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ১ কেজি চাল দিয়ে পৌষ মাসে দেড় কেজি চাল আদায় নেওয়া।

প্রকাশ থাকে যে, ভাদ্র মাসে ১ কেজি চাল দিয়ে পৌষ মাসে তার নগদ মূল্য নেওয়া বৈধ। তবে দেওয়ার সময় দর নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঐ দর ধরে পৌষ মাসে ঐ ১ কেজি চালের দাম শুধতে যদি দেড় কেজি চাল বেচতে হয়, তবুও তা সূদ নয়। সূদ হল দেড় কেজি চাল নেওয়া। চুক্তির উপর দাম নিলে ব্যবসা হয়। তবে দাম বেশী নিলে শোষণ বা যুলুম হয়, সূদ নয়।

৯। কাঁচি সেরে চাল ধার দিয়ে পাকি সেরে শোধ নেওয়া।

১০। ১ কেজি গম ধার দিয়ে ১ কেজি বা তার কম বেশী চাল শোধ নেওয়া।

১১। ধারে জিনিস কিনে তা পুনরায় বিক্রয় করা। যেমন, ২০০ টাকা দরে ১ মণ ধান পৌষমাসে দেওয়ার চুক্তি করে, পৌষমাসে ঐ ধান ২৫০ টাকা দরে ঋণদাতার কাছ

থেকে ক্রয় করা। অর্থাৎ শেষে ২০০ টাকার বদলে ২৫০ টাকা আদায় দেওয়া বা নেওয়া।

১২। ধারে জিনিস বিক্রয় করে সেই জিনিসকেই নগদে তার থেকে কম দামে ক্রয় করা। (যেমন এক ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হল। ঋণ কোথাও না পেয়ে এক গাড়ির ডিলারের নিকট গেল। ডিলারের নিকট থেকে ধারে ৫০ হাজার টাকায় একটি গাড়ি কিনল। অতঃপর সেই গাড়িকেই ঐ ডিলারের নিকট নগদ ৪০ হাজার টাকা নিয়ে বিক্রি করল। যার ফলে ১০ হাজার টাকা ডিলারের পকেটে অনায়াসে এসে গেল।)

সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয়কে সূদী কারবার বলে আখ্যায়ন করেছেন। উক্ত উলামাবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ ও কুরতুবী প্রমুখ। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ লিখেছেন, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হল যে, এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদ দিয়ে হারীরাহ (আটা ও দুধ দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য) ধারে বিক্রয় করল। অতঃপর সে তা অপেক্ষাকৃত কম দামে খরিদ করে নিল। (এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয কি?) উত্তরে তিনি বললেন, 'সে তো দিরহামকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে, হারীরাহ কেবল উভয়ের মাঝে এসে গেছে।' (আর বিদিত যে, দিরহামকে দিরহামের বদলে কমবেশী করে ক্রয়-বিক্রয় হারাম বা সূদ।)

অনুরূপ একই বিষয়ে আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এরূপ করা সেই ক্রয়-বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল হারাম ঘোষণা করেছেন। আর এই অভিমতই অধিকাংশ উলামা; ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ (রঃ) প্রমুখগণের। এঁদের নিকটেও উক্ত লেন-দেন হারাম ও নাজায়েয। *(ফতোয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৬/৪৪৬)*

এ প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন, "যখন তোমরা ঈনাহ ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।" *(মুসনাদে আহমদ ২/২৮, ৪২, ৮৪, আবু দাউদ ৩৪৬২, বাইহাকী ৫/৩১৬)*

১১। ১০০ টাকার জিনিসকে ১২০ টাকায় ধারে কিনে তা ব্যবহার করা অথবা তা অল্পদরে অন্যের নিকট বিক্রি করে তার মূল্য ব্যবহার করাকে মাসআলা-এ তাওয়ার্রুক বলা হয়। (যেমন এক ব্যক্তির অর্থের প্রয়োজন হলে ঋণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও ঋণ না পেলে সে কোন গাড়ির দোকানে গেল। সেখানে ৫০ হাজার টাকা দামের গাড়ি ৬০ হাজার টাকায় ধারে কিনে তা ৪০ বা ৫০ হাজার টাকায় অন্য

ব্যক্তিকে নগদ বিক্রয় করে সে পয়সা কাজে লাগাল। অথবা গাড়ির প্রয়োজনে ঐভাবে গাড়ি নিয়ে তা ব্যবহার করল। এমন লেনদেনকে তাওয়ার্রুক বলে।)

বহু উলামার নিকট উক্ত প্রকার লেন-দেন সূদের পর্যায়ভুক্ত। উমার বিন আব্দুল আযীয বলেন, 'তাওয়ার্রুক হল সূদের ভাই।

অবশ্য বর্তমান বিশ্বের সত্যানুসন্ধানী উলামাগণের নিকট তাওয়ার্রুক কিছু শর্তে বৈধ। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি ঋণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও কোথাও সত্যিই যদি ঋণ না পায়। দ্বিতীয়তঃ সে যদি সত্যসত্যই টাকা বা ঐ জিনিসের অভাবী হয়। তৃতীয়তঃ যে জিনিস বিক্রয় হচ্ছে তা যেন বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় বিক্রয় হয়। *(দেখুন, আশ্ শারহুল মুমতে, ইবনে উসাইমীন ৮/২৩৩, আল মুদায়ানাহ ৭ পৃঃ, কিতাবুদ্দা'ওয়াহ ইবনে বায ১৮৮ পৃঃ)*

১২। দুই ব্যবসায়ীর মাঝে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতাঃ-

উক্ত ব্যবসা এই রূপ যে, ঋণদাতা ও গ্রহীতা নির্দিষ্ট টাকার কোন সুদী কারবারে চুক্তিবদ্ধ হয়। অতঃপর উভয়ে বাজারে কোন দোকানদারের নিকট এসে চুক্তি পরিমাণ টাকার পণ্য ঋণদাতা খরীদ করে নেয়। অতঃপর সে ঋণগ্রহীতার নিকট উক্ত পণ্য ধারে বিক্রয় করে। পুনরায় ঋণগ্রহীতা ঐ পণ্য ঘুরে দোকানদারকে কমদরে বিক্রয় করে। এইভাবে দোকানদার এই সূদী কারবারে মধ্যস্থতা করে। টাকা পরিশোধের সময় বেশী পায় ঋণদাতা। মাঝখান থেকে মধ্যস্থতার নামে লাভ হয় দোকানদারেরও। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, 'এ কারবার সূদী কারবারের পর্যায়ভুক্ত।' *(ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৯/৪৪১)* শায়খ ইবনে উসাইমীন বলেন, 'এ কারবার নিঃসন্দেহে হারাম।' *(আল- মুদায়ানাহ ৮-পৃঃ)*

বলা বাহুল্য হারাম খাওয়ার জন্য কোন প্রকারের ছল-বাহানা বৈধ নয়। সূদের সকল প্রকার পথ ও দুয়ার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম সূদ খাওয়ার জন্য কোন প্রকার ছল, ছুতা বা বাহানা করা অথবা তার জন্য কোন প্রকার ফন্দি ও কৌশল অবলম্বন করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, বরং কোন প্রকারের হারামকে হালাল করতে ছলবাজী করাকেও হারাম করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের উপর গরু-ছাগলের চর্বিকে হারাম করেছিলেন। কিন্তু তারা বৈধ করে খাওয়ার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করল; ঐ সকল চর্বিকে গলিয়ে তা বিক্রি করে তার মূল্য খেতে শুরু করেছিল। জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন,

.( )

অর্থাৎ, "আল্লাহ ইয়াহুদ জাতিকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ যখন তাদের উপর চর্বি হারাম করেছিলেন তখন ওরা তা গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছিল।"

(বুখারী, হাদীস নং ২২৩৬, মুসলিম ১৫৮১নং, নাসাঈ ৪৬৮৩, মুসনাদে আহমদ ১/২৫ প্রমুখ)

আল্লামা ইবনে কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের কোন ব্যাপারেই কোনপ্রকার ছল-বাহানা বৈধ নয়।' *(মুগনী ৪/৬৩)* অতঃপর তিনি বাহানার এই সংজ্ঞা করেন, 'বাহানা হল, বাহ্যতঃ বৈধ চুক্তি বা লেন-দেন করা অথচ উদ্দেশ্য থাকে এর পশ্চাতে চাতুরী ও প্রতারণার সাথে অবৈধ চুক্তি বা লেনদেন করা, অথবা হারামকে হালাল করা, অথবা ওয়াজেব চ্যুত করা, অথবা কোন হক রদ্‌ করা।'

সূদ খাওয়া হারাম

আল্লাহ তাআলা সুদকে সর্বতোভাবে কঠোররূপে হারাম গণ্য করেছেন এবং সুদখোরদের বিরুদ্ধে তিনি ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করে মানবজাতিকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (লোকদের নিকট) তোমাদের সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা এরূপ না কর (সুদ না ছাড়) তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা কবুল করে নাও। কিন্তু যদি তোমরা তোওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৮-২৭৯ আয়াত)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এ জন্য যে, তারা বলে, 'বেচা-কেনা তো সূদের মত।' অথচ আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে, তারপর সে বিরত হয়েছে, অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আর যারা পুনরায় (সূদ) নিতে আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৬ আয়াত)*

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর তবেই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। আর তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৩০ আয়াত)*

হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কি কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীনা মুমিনা নারীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ)*

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; নবী করীম ﷺ বলেছেন,

.( )

"সুদ (পাপের দিক থেকে) ৭০ প্রকার। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট (পাপের) সুদ হল মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা! (অর্থাৎ সুদ খাওয়ার গোনাহ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে ৭০ গুণ বেশী।) *(ইবনে মাজাহ ২২৭৪ নং, হাকেম ২/৩৭, মিশকাত ২৪৬ পৃঃ)*

ফিরিশ্তার হাতে গোসল লাভকারী সাহাবী হানযালার পুত্র আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

( )

অর্থাৎ "জেনে শুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়ার গোনাহ আল্লাহর নিকট ৩৬ বার ব্যভিচার করার চেয়েও বড়।" *(মুসনাদে আহমদ ৫/২২৫, দারাকুত্বনী ২৯৫ নং,*

সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৩৩ নং, মিশকাত ২৪৬ পৃঃ)

স্ত্রীর দেনমোহরও এক প্রকার ঋণ

বিবাহের সময় স্ত্রীকে যে মোহর দিতে হয়, তা প্রতিপালক আল্লাহর তরফ থেকে ফরয। যে পরিমাণ চুক্তি ও ধার্য হয় তা সৌজন্যের সাথে আদায় করা জরুরী। পরন্তু তা আদায় করতে কোন প্রকার ছল-চাতুরি করা অথবা মাফ করতে চাপ প্রয়োগ করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

মোহর ধার্য করে সবাই যে নগদ আদায় করতে পারে, তা নয়। অনেকেই বরং বাস্তবে অধিকাংশ বরই মোহর বাকী বা ধার রাখে। আর তখনই সে মোহর 'দেন-মোহর' (বা দাইন-মোহর অর্থাৎ ঋণ-মোহর)এ পরিণত হয়ে যায়। এই 'দাইন' বা ঋণ স্ত্রীর হলেও তা আদায় করা ফরয। অবশ্য স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে তা মাফ করে দিলে সে কথা ভিন্ন।

মহান সৃষ্টিকর্তা বলেন,

﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা স্ত্রীগণকে তাদের মোহর খুশী মনে দিয়ে দাও। আর যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তাহলে তা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। *(সূরা নিসা ৪ আয়াত)*

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, এই ফরয জিনিসটি বর্তমান সমাজে উপেক্ষণীয় গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বামীর মোহর নেওয়ার কথা! দেওয়ার জায়গায় নেওয়ার ফিকিরই অধিকাংশ বর বা তার বাবা-মায়ের মনে। তাই অধিকাংশ বিবাহে নামমাত্র মোহর বাঁধা হয়। অনেকে এ ক্ষেত্রে নাটক প্রদর্শন করে থাকে। অর্থাৎ কেউ বা ৫০ হাজার টাকা পণ নিয়ে ৫০ হাজার মোহর দিয়ে থাকে। কেউ বা ৫০ হাজার নিয়ে ২০ হাজার দিয়ে ৩০ হাজার টাকা নগদ লাভ করে থাকে। কেউ বা ৫০ হাজার নিয়ে ১০ হাজার মোহর ধার্য করে বিবাহ মজলিসে ১ টাকা (!) নগদ আদায় দিয়ে ৯৯৯৯ টাকা বাকী দেনমোহরে 'শাদী কবুল' করে থাকে!

তারপর? তারপর কেউ তা আদায় করা জরুরী মনে করে না। কেউ আবার বাসর রাতে স্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়ার আগে তার কাছে মোহরের দাবী মাফ করতে বলে। আর কেউ সাদা কাফনে মুখ ঢাকার আগে স্ত্রীকে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরিয়ে

সমাজের মুখে বলে, 'তোমার মোহরের দাবী মাফ করে দাও, শুধা হয়নি!'

কিন্তু স্ত্রী বলেই কি তার ঋণটি ঋণ নয়? তবে তা আদায়ে কেন এত অবহেলা? নাকি সে স্বামীর করুণা ছায়ায় বাস করে বলে তার ঋণ পরিশোধ্য নয়?

বাসর রাতে কোন নববধূ কি চাইবে স্বামীকে ক্ষমা ভিক্ষা না দিয়ে কোন প্রকার মনোমালিন্য বা অশান্তি আনতে? মাফ না করলে যদি সে গায়ে হাত না-ই দেয়, তাহলে ফুলশয্যার রাত্রি যে অগ্নিশয্যার রাত্রিতে পর্যবসিত হতে পারে। সুতরাং কোন কনেই 'মাফ করে দিলাম' ছাড়া 'আদায় দিতে হবে' বলতে পারে না। বলা বাহুল্য, চতুর মানুষের জন্য এই সময়টি এমন একটি সময়, যে সময়ে সে তার এত বড় ঋণ মকুব করিয়ে নিতে পারে। কিন্তু বিবেচনার বিষয় যে, এই সময় 'মাফ চাওয়া' কি আসলে নতুন স্ত্রীর প্রতি মাফ করতে চাপ প্রয়োগ নয়? বাসরের ঐ শুভ-সন্ধিক্ষণকে সুবর্ণ সুযোগরূপে ব্যবহার করে স্ত্রীকে তার প্রাপ্য হক মাফ করতে বাধ্য করলে সেই মাফ আল্লাহর কাছে গণ্য হবে কি?

তদনুরূপ সেই হতভাগা, যে সারা জীবন স্ত্রীর দেন বা ঋণ মোহর পরিশোধ করার কথা চিন্তা না করে মারা গেল। অতঃপর তার তরফ থেকে তার আত্মীয়-স্বজন তার স্ত্রীর কাছে মোহরের ঋণ মাফ করতে আবেদন করল, যাতে তাদের ঐ মৃতের আযাব না হয় এবং তাদের মীরাসের ভাগ কমে না যায় -এমন হতভাগার স্ত্রী যদিও ঐ সময় তার পদতলে দাঁড়িয়ে শোকাহত কণ্ঠে 'মাফ করে দিলাম' বলে, তবুও কি তা আল্লাহর কাছে 'মাফ' বলে গণ্য হবে?

মহানবী ﷺ বলেন, "যে সকল শর্ত তোমাদের জন্য পালন করা জরুরী, তন্মধ্যে সবচাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল তাই -যার দ্বারা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের লজ্জাস্থান হালাল করে থাক।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩১৪৩ নং)* আর তা হল মোহর। যা সবার চেয়ে আগে পূরণ করতে হয়।

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচাইতে বড় পাপী সেই ব্যক্তি যে এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহর আত্মসাৎ করে নেয়। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে একটি লোককে কাজে খাটিয়ে তার মজুরী আত্মসাৎ করে নেয়। আর তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে খামাখ প্রাণী হত্যা করে।" (হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)

প্রকাশ থাকে যে, যে বরের দেনমোহর তার অসম্মতিতেই তার ক্ষমতার বাইরে প্রয়োজনে তাকে নাজেহাল করা বা ঠেকাবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত বাঁধা হয়েছে এবং তারই উপর কাবিন-নামায় (কবুল-নামায়) তাকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়েছে, সে দেনমোহরের ঋণের পাহাড় সে বহন করতে বাধ্য নয়। সে ততটুকু মোহর

আদায়ের দায়িত্ব বহন করবে, যতটুকুর উপর সে ও তার স্ত্রীর অভিভাবক চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

আমানতে রাখা টাকা থেকে ঋণ নেওয়া

যদি কেউ আপনার কাছে কিছু টাকা বা সম্পদ আমানত রাখে, তাহলে তার বিনা অনুমতিতে সেই টাকা বা সম্পদ কোন কাজে লাগাতে পারেন না। প্রয়োজনে ঋণস্বরূপও নিতে পারেন না। কারণ, তা আমানত। আর যার আমানত তার অনুমতি ছাড়া আমানত ব্যবহার করাই হল আমানতের এক প্রকার খেয়ানত।

সুতরাং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মতোয়াল্লী, সেক্রেটারী, ক্যাশিয়ার প্রভৃতি যাঁরা টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখার দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাঁরাও ঐ ফান্ড্ বা মাল থেকে কিছু ঋণস্বরূপ নিয়েও নিজের কাজে লাগাতে পারেন না। *(ফাতাওয়াল বুয়ূ' ৬৮পৃঃ)*

আমানতে খেয়ানত ছাড়া এর অবৈধতার একটা কারণ এও হতে পারে যে, আমানতদাতা তার নিজ প্রয়োজনে যথাসময়ে আমানত ফিরে পাবে না।

প্রকাশ যে, আমানতে খেয়ানত করা হল মুনাফিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও গুণ।

সমিতির আপোস-ঋণ

পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি কেউ ঋণ দেওয়ার সময় অনুরূপ ঋণ তাকে দেওয়ার শর্ত আরোপ করে, তাহলে এমন ঋণের কারবার বৈধ নয়। কারণ, এ ব্যাপারে শরীয়তের নীতি হল, 'যে ঋণ কোন প্রকার মুনাফা আনে, তাই সূদ বলে পরিগণিত হয়।' এখানে ঋণদাতা ঋণ দিয়ে এই মুনাফা ও উপকার লাভের শর্ত আরোপ করছে যে, সেও যেন এর বিনিময়ে ঋণীর কাছ থেকে অনুরূপ ঋণ-সাহায্য পায়। অতএব এমন কারবার সূদী কারবার। *(ঐ ৬৯পৃঃ)*

কিন্তু কোন এক জামাআতের সমিতি গঠনের পর আপোসের ঋণ দেওয়া-নেওয়ার কারবার ঐ পর্যায়ভুক্ত নয়। অর্থাৎ ধরে নিন, ১০টি চাকুরীজীবি লোক সমিতি গঠন করে এই চুক্তিবদ্ধ হল যে, তারা প্রত্যেকমাসে নিজেদের বেতন থেকে ১০০০ টাকা করে সমিতি-প্রধানের হাতে জমা দেবে। অতঃপর জমা হওয়া ঐ ১০,০০০ টাকা প্রথম মাসে একজনকে কোন কাজে ব্যয় করার জন্য ঋণ দেওয়া হবে। তারপর দ্বিতীয় মাসে ঐরূপ দ্বিতীয় জনকে, তৃতীয় মাসে তৃতীয় জনকে এবং এইভাবে তারা প্রত্যেক ১০ মাসে একবার করে ১০,০০০ টাকা পরিমাণ ঋণ পেয়ে প্রত্যেকেই উপকৃত হতে থাকবে। *(লিকাউল বাবিল মাফতূহ ৬/৪২)*

যেহেতু এরূপ কাজ নিছক সহযোগিতামূলক। ঋণ দিয়ে উপকার বা মুনাফা লাভ নয়, তাই বৈধ।

ঋণে দেওয়া ও নেওয়া টাকার যাকাত

ঋণে দেওয়া টাকাতে যাকাতের শর্ত পূরণ হলে যদি সে টাকা এমন ব্যক্তি বা কোম্পানীর কাছে থাকে, যার কাছে চাওয়া মাত্র পরিশোধ পাওয়া যাবে, তাহলে ঋণদাতাকে সে টাকার বাৎসরিক যাকাত আদায় করতে হবে। সুতরাং ব্যাংকে রাখা টাকার যাকাত বছর ঘুরলে আদায় করতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি কোন এমন ব্যক্তি বা সংস্থাকে ঋণ দেওয়া থাকে, যার নিকট চাওয়া মাত্র পরিশোধ পাওয়া যাবে না, তাহলে এমন ঋণে দেওয়া টাকার যাকাত আদায় করা ফরয নয়। অবশ্য পরিশোধ হলেই সেই বছরের যাকাত (বছর পূর্ণ না হলেও) আদায় করতে হবে।

ঋণে নেওয়া টাকা যদি যাকাতের নেসাব পরিমাণ হয় অথবা তা মিলিয়ে নেসাব পূর্ণ হয় এবং তা ব্যবসা ইত্যাদিতে থেকে বছর পূর্ণ হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতাকে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যদি যাকাতের নেসাব পরিমাণ অর্থ থাকে এবং ঋণ পরিশোধ করার পরও নেসাব বহাল থাকে, তাহলে তাকে যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। অন্যথা ঋণ পরিশোধ করার পর যদি নেসাব বহাল না থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়।

টাকা ভাঙ্গাতে সূদ

মনে করুন, আপনার নিকট ৫০ টাকার একটি নোট আছে। প্রয়োজনে সেটিকে ভাঙ্গাতে গেলেন কারো কাছে। কিন্তু যার কাছে গেলেন তার কাছে ৩০ টাকার বেশী টাকা নেই। আপনি কাজ চালানোর জন্য ৩০ টাকাই তার কাছ থেকে নিলেন এবং ৫০ টাকার নোটটি তাকে দিয়ে ২০ টাকা পরে নেবেন এই বলে তার কাছে বাকি (ঋণ) রেখে দিলেন। জেনে অবাক লাগলেও আপনাদের এ লেনদেন কিন্তু সূদী কারবারে পরিণত হয়ে গেল। কারণ, ৩০ টাকার এর বদলে ৫০ টাকা গ্রহণ করা সূদ; যদিও ২০ টাকা পরে দেওয়া হয়। কেননা, ভাঙ্গানির সময় বা একই মুদ্রার বিনিময়

কালে উভয়ের পরিমাণ সমান সমানভাবে হাতে হাতে ও সাথে সাথে বিনিময় হতে হবে। যেমন মহানবী ﷺ বলেন,

)

.(

অর্থাৎ, "সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় বস্তুকে যেমনকার তেমন, সমান সমান এবং হাতে হাতে হতে হবে। অবশ্য যখন উভয় বস্তুর শ্রেণী বা জাত বিভিন্ন হবে তখন তোমরা তা যেভাবে (কমবেশী করে) ইচ্ছা বিক্রয় কর; তবে শর্ত হল তা যেন হাতে হাতে নগদে হয়।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৮০৮ নং)*

অবশ্য এমন আদান-প্রদান থেকে বের হওয়ার একটি পথ আছে, আর তা এই যে, যখন দেখবেন তার কাছে মাত্র ৩০ টাকা আছে, তখন আপনি আপনার ৫০ টাকার নোটটি তার কাছে বন্ধক রাখবেন এবং ঐ ৩০ টাকা তার কাছ থেকে ঋণস্বরূপ নেবেন। অতঃপর পরবর্তীতে আপনি তার ঐ ৩০ টাকা পরিশোধ করে ৫০ টাকার নোটটি ছাড়িয়ে নেবেন। *(ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ, মা-যা তাফআলু ফিল হা-লা-তিল আতিয়াহ ৩৩-৩৪ পৃঃ)*

সোনা-রূপা ধারে ক্রয়-বিক্রয়

সোনা-চাঁদি ধারে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। (ফাতাওয়াল বুয়ূ' ৭৫-৭৬ পৃঃ) এ ক্ষেত্রে নগদ ও হাতে-হাতে সাথে-সাথে বিনিময় কারবার করা জরুরী। নচেৎ সূদী কারবার বলে বিবেচিত হবে। কেননা মহানবী ﷺ বলেন,

.(...)

অর্থাৎ, "---যখন উভয় বস্তুর শ্রেণী বা জাত বিভিন্ন হবে তখন তোমরা তা যেভাবে (কমবেশী করে) ইচ্ছা বিক্রয় কর; তবে শর্ত হল তা যেন হাতে হাতে নগদে হয়।" *(মুসলিম, মিশকাত ২৮০৮ নং, ফাতাওয়াল বুয়ূ' ৭৯পৃঃ)*

এখন যদি কারো সোনার অলংকার আশু প্রয়োজন হয় এবং তার হাতে টাকা না থাকে, তাহলে সে যদি পরিচিত কোন স্বর্ণকার বা দোকানদারকে এই বলে সোনা নেয় যে, 'ধারে সোনা বিক্রয় হারাম। সুতরাং তুমি আমাকে ৫০০০ টাকা ধার দাও, আমি অলংকারটা নিই।' আর ঐ বলে সে ধার নিয়ে পুনরায় ঐ স্বর্ণকার বা দোকানদারকেই তার ঐ টাকাই সোনার মূল্যস্বরূপ ফেরৎ দেয়, তাহলে এমন ঘুরিয়ে নাক দেখানোও বৈধ নয়। *(ঐ ১০৫পৃঃ)*

ঋণের বন্ধকী

গৃহীত ঋণের জামিনস্বরূপ যে দ্রব্য ঋণদাতার কাছে গচ্ছিত বা জমা রাখা হয়, তাকে বন্ধক বা বন্ধকী বলে। বন্ধক হল প্রদত্ত ঋণের উপর একটি দলীল। তাছাড়া ঋণ যে আদায় হবে তার একটি বড় নিশ্চয়তা দেয় বন্ধকী। কারণ, ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে বন্ধকী বিক্রয় করে ঋণ আদায় নেওয়া সহজ হবে।

ঋণ আদায়ে নিশ্চয়তাস্বরূপ ঋণীর নিকট থেকে কোন জিনিস যেমন ঘর, পুকুর, জমি-জায়গা, গাড়ি, অলঙ্কার প্রভৃতি বন্ধক নেওয়া ইসলামী শরীয়তে বৈধ।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে কিছু বন্ধক রেখো। অনন্তর যদি তোমরা তোমাদের পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়েছিল তার পক্ষে গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা এবং স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করা ও সাক্ষ্য গোপন না করা তার উচিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩ আয়াত)*

মহানবী ﷺ নিজের লৌহবর্ম এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। তিনি তার কাছে ৩০ সা' (প্রায় ৭৫ কেজি) যব ধার চাইলে সে বলেছিল, 'মুহাম্মাদ আমার মাল হরফ করতে চায়!' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "মিথ্যা বলেছে সে। অবশ্যই আমি হলাম পৃথিবীতে আমানতদার এবং আসমানেও আমানতদার। সে যদি আমার কাছে আমানত রাখে, আমি তা অবশ্যই আদায় করে দেব। তোমরা আমার লৌহবর্ম নিয়ে যাও তার নিকট।"

অতঃপর তিনি উক্ত বর্ম বন্ধক রেখে তার কাছ থেকে ৭৫ কেজি যব সংসারে খরচ করার জন্য ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর মৃত্যুকাল অবধি আর ঐ বর্ম ছাড়াতে পারেন নি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি অআলা আ-লিহি অসাল্লাম। *(বুখারী, মুসলিম, প্রমুখ, ইরওয়াউল গালীল ১৩৯৩ নং দ্রঃ)*

এই বন্ধকী কারবার শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল, উভয় পক্ষকে জ্ঞানসম্পন্ন ও সাবালক হতে হবে। চুক্তির সময় বন্ধকী উপস্থিত থাকতে হবে এবং বন্ধকগ্রহীতা

অথবা তার প্রতিনিধিকে তা নিজের দখলে নিতে হবে। অন্যথা এ চুক্তি শুদ্ধ হবে না।

কিন্তু বন্ধকে নেওয়ার পর বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী ব্যবহার করতে পারবে না। কেননা, বন্ধক রাখার মূল উদ্দেশ্য হল, ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তা লাভ। এর মাধ্যমে মুনাফা লাভ করা বা তা ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার জন্য বন্ধক রাখা হয় না। সুতরাং বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী দ্বারা কোন প্রকারের মুনাফা লাভ করা হালাল নয়; যদিও বন্ধকদাতা বাধ্য হয়ে অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তদ্দ্বারা উপকৃত হতে বা তা ব্যবহার করতে অনুমতি দেয় তবুও না। কেননা, আমরা পূর্বেই ইসলামের নীতি জেনেছি যে, 'যে ঋণে পার্থিব কোন মুনাফা আনায়ন করে, তা সূদরূপে পরিগণিত হয়।'

সুতরাং যদি কেউ ঋণ দিয়ে বাড়ি বন্ধক নেয়, তাহলে সে বাড়িতে সে বসবাস করতে পারে না, অথবা ভাড়া দিয়ে তার ভাড়া খেতে পারে না। গাড়ি বন্ধক নিলে সে গাড়ি সে চড়ে বেড়াতে পারে না। বাগান বন্ধক নিলে, সে বাগানের ফল সে খেতে পারে না। পুকুর বন্ধক নিলে সে পুকুরের মাছ খেতে পারে না। জমি বন্ধক নিলে সে জমির ফসল খাওয়া তার জন্য বৈধ নয়। অলংকার বন্ধক নিলে সে অলংকার সে ব্যবহার করতে পারে না। যতদিন ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে না পেরেছে, ততদিন বন্ধকী ব্যবহার করা বা তদ্দ্বারা মুনাফা অর্জন করা, সূদ খাওয়ারই নামান্তর।

সূদখোর ১০,০০০ টাকা ঋণ দিয়ে এক বিঘা জমি বন্ধক রাখে। ঋণগ্রহীতা যতদিন না ঐ ১০,০০০ টাকা পরিশোধ করতে পারে, ঋণদাতা ততদিন ধরে ঐ জমির ধান-ফসল খেয়ে যায়। তাতে ঋণগ্রহীতা যদি তার ঋণ পরিশোধ করতে ১০ বছর দেরী করে ফেলে, তাহলে ১০ বছর পরও তাকে ঐ ১০,০০০ টাকাই শুধতে হয়। আর বন্ধকগ্রহীতাও ১০ বছর যাবৎ ঐ জমির ফল-ফসল খেয়ে পেট মোটা করে ফেলে। ঋণ দিয়ে উপকার করে, কিন্তু ফাউ সহ উপকারের বদলা চুকিয়ে নেয় হাতে হাতে। আসলে কিন্তু সে সূদ খায়।

অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাও এতে সন্তুষ্ট থাকে। কারণ, মোটা টাকার ঋণ বিনা লাভে কেউ দেয় না। পরন্তু কোন জমি বিক্রি করতেও সে চায় না। কারণ, জমি বিক্রি করে দিলে পুনরায় ঐ পজিশনের জমি আর পাওয়া যাবে না। সুতরাং এক্ষণে সে যদি জমিটা বন্ধক রাখতে পারে, তাহলে ব্যবসায় লাভের পর অথবা বিদেশ আসার পর যথাসময়ে সে তা ছাড়িয়ে নিতে পারবে। কাজও মিটবে, জমিটাও একেবারে হাতছাড়া হবে না। পক্ষান্তরে জমি বিক্রি করে কাজ চালালে পুনরায় ঐ জমি টাকা দিয়েও সহজে পাওয়া যাবে না। পজিশনের জমি চিরদিনকার জন্য বেহাত হয়ে

যাবে।

ঋণগ্রহীতার জন্য নিরুপায়ের ক্ষেত্রে এমন সূদী দেনা-পাওনার কাজে জড়িয়ে পড়া বৈধ হলেও ঋণদাতার জন্য তা বৈধ বলা যায় না। যা সূদ, তা সূদ। তাতে সে কারবার কারো জন্য কল্যাণকর হোক অথবা অকাল্যাণকর।

অবশ্য বহুলপ্রচলিত চাষী ঋণীদের এই কারবারকে একটু অন্য রকমভাবে বৈধ করার জন্য উলামাগণ কয়েকটি পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। যেমন ঃ-

১। এহসানী পদ্ধতিঃ

অর্থাৎ, জমি বন্ধক নিয়ে ঋণদাতা দখল বজায় রাখার জন্য তা চাষ করবে। অতঃপর খরচ-খরচা ও আয়-ব্যয় হিসাব করে কত পরিমাণ ফসল লাভ ঢুকছে তা দেখবে এবং সেই মূল্য পরিমাণ টাকা বাৎসরিক কাটা যাবে ঋণের আসল প্রাপ্য অর্থ থেকে। এইভাবে যদি ১০০০ টাকা বাৎসরিক ফসল উৎপন্ন হয়, তাহলে ১০ বছরে ১০,০০০ টাকা পরিশোধ হয়ে যাবে এবং জমির মালিক জমি এমনি এমনিই ফেরৎ পাবে। আর যদি ৫ বছর পর ৫০০০ টাকা দিয়ে সে জমি ছাড়াতে পারে, তাহলে তাও সে করতে পারে। তবে এ চুক্তি প্রথম থেকেই করে নেওয়া জরুরী। যাতে পরবর্তীতে লালসার দুয়ার খোলা না যায়।

২। ইজারা পদ্ধতিঃ

জমি বন্ধক রেখে চাষাবাদ না করলেও পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এ ক্ষেত্রে ঋণদাতা জমির মালিকের সাথে নির্দিষ্ট টাকার ইজারা-চুক্তি করে নেবে। অর্থাৎ, মনে করুন, জমির বাৎসরিক ভাড়া হবে ১০০০ টাকা। এবারে সে ঐ জমিতে ইচ্ছামত ফসল ফলাতে পারবে। আর প্রতি বছর ১০০০ টাকা পাবে জমির মালিক। সে হয় তা নিজের কাছে জমা রাখবে, নচেৎ ঐ ঋণ থেকে কাটা যাবে। *(মুখতাসার ইবনে কাসীর ১/২৪৪ টীকা দ্রষ্টব্য)*

৩। ভাগ-জোত পদ্ধতিঃ

অর্থাৎ, দখল বজায় রাখার জন্য বন্ধকগ্রহীতাই জমির চাষাবাদ করবে। কিন্তু পরিমাণ ও চুক্তিমত মালিককে ফসলের একটা ভাগ যেমন অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ প্রত্যেক ফসলের সময় প্রদান করবে।

কিন্তু উক্ত পদ্ধতিগুলোতে সূদের আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। কারণ, ঋণদাতা ঐ জমি তার ঋণদানের ফলেই পেয়ে থাকে। ঋণ না দিলে সে নিশ্চয়ই ঐ জমি ইজারা বা ভাগজোতে চাষ করতে পেত না। সুতরাং উক্ত প্রকার কারবারও ইসলামের ঐ

সাধারণ মৌলনীতির পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়তে পারে, যাতে বলা হয়েছে, 'যে ঋণ কোন প্রকার মুনাফা আনয়ন করে, তাই সূদ বলে পরিগণিত হয়।'

এই জন্যই অনেকেই বলেন যে, জমি বন্ধক নিলে তা চাষ করবে না। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ অবধি জমি পড়ে থাকবে। কারণ বন্ধক নেওয়ার উদ্দেশ্য তদ্দ্বারা লাভবান হওয়া নয়, বরং ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে সময়ে তা বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ নেওয়া সহজ করাই বন্ধকের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু যে সমাজে 'বিনা লাভে তুলোও কেও বোহায় না' সে সমাজে মোটা অংকের ঋণগ্রহীতার উপায় কি? সূদখোরকে সূদখোরীতে সহায়তা না করে অন্য পথে ঋণ কোথায় পাবে?

ঋণের প্রয়োজন যদি সত্যই হয়ে থাকে এবং সত্যই যদি সূদী কারবার ছাড়া অন্য কোন পথে ঋণ না পায়, তাহলে নিরুপায় হয়ে ঐ পথই অবলম্বন করতে হয়, যে পথে সূদ দেওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও সূদের সহায়তা হয়ে যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে জমি বন্ধকদাতা গোনাহগার হবে না। বরং গোনাহগার হবে সেই বন্ধকগ্রহীতা, যে ঋণ পরিশোধ না করতে পারা পর্যন্ত ঐ জমির ভোগদখল করে তার সমস্ত ফসল মালিকের মত ভক্ষণ করে থাকে। অথবা বাড়ি বন্ধক নিয়ে পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাতে নিজের বাড়ির মত বাস করতে থাকে।

তবে হ্যাঁ, যদি কেউ গাই বন্ধক নেয়, তাহলে সে তার দুধ খেতে পারে। ঘোড়া বা উঁট বন্ধক নিলে তাতে সওয়ার হতে পারে। কারণ, গাই, ঘোড়া বা উঁটকে সে খেতে দিয়ে বা চরিয়ে খরচ করে থাকে তাই। *(বুখারী ২৫১১, ২৫১২ নং, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ)*

বলাই বাহুল্য যে, বন্ধকজাত মুনাফার মালিক হবে ঋণগ্রহীতা বন্ধকদাতা। গাই বাছুর দিলে, গাছে ফল ফললে এ সব হবে তারই। যেমন বন্ধকে দেওয়া জিনিসকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে খরচপাতি হবে, তা বহন করবে সেই। যেমন জমির খাজনা, গাড়ির লাইসেন্স্ নবায়নের খরচ মালিকই বহন করবে।

বন্ধক হল বন্ধকগ্রহীতার হাতে বন্ধকদাতার অর্পিত এক আমানত। সুতরাং তার রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা ও ত্রুটি প্রদর্শনের ফলে তা নষ্ট হয়ে গেলে তার খেসারত বন্ধকগ্রহীতাকেই বহন করতে হবে। অবশ্য অবহেলা ও ত্রুটি তার না হলে মালিকই তার জিম্মেদার হবে। *(ফিকহুস সুন্নাহ ৩/১৭২)*

বন্ধকী বিক্রয় করতে হলে বন্ধকগ্রহীতাই তার বেশী হকদার। তবে সে ন্যায্য দাম না দিলে বন্ধকদাতা অন্যের কাছে বিক্রয় করতে পারে।

দাদন-ব্যবসা

অগ্রিম মূল্য আদায় করে মাল নেওয়ার চুক্তিকে 'বাই-এ সালাম' বা দাদন ব্যবসা বলে। এই ব্যবসা একটি বৈধ ব্যবসা এবং প্রয়োজনের তাকীদে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য উপকারী ঋণ-ব্যবসা। কারণ, সাধারণতঃ এই ব্যবসার ক্রেতা পণ্যের মুখাপেক্ষী থাকে এবং তা যথাসময়ে কম দামে পাওয়ার নিশ্চয়তা লাভ করে থাকে। আর বিক্রেতাও তার পণ্য বা ফসল প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে আগাম মূল্য নিজের কাজে বা ঐ পণ্য প্রস্তুত করার কাজে ব্যয় করতে পারে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নির্দিষ্ট সময় বিলম্বিত নিশ্চিত দাদন-ব্যবসা আল্লাহ তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন এবং তা করতে অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর তিনি কুরআন কারীমের এই আয়াত পাঠ করেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পরস্পর ঋণ দেওয়া-নেওয়া কর, তখন তা লিখে নাও। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, তখন দেখলেন যে, মদীনাবাসিগণ ১/২ বছর মেয়াদে ফল নিয়ে দাদন-ব্যবসা করছে। তিনি তা দেখে বললেন, "যে ব্যক্তি দাদন-ব্যবসা করবে সে যেন জানা (নির্দিষ্ট) মাপ ও জানা (নির্দিষ্ট) সময় নির্ধারিত করে তা করে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৮৮৩ নং)*

সুতরাং দরে কম হলেও শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে নির্দিষ্ট মণ ধানের দাম দিয়ে পৌষ-মাঘ মাসে সেই ধান গ্রহণ করা বৈধ। আর এ ব্যবসা ঐ নিষিদ্ধ ব্যবসার পর্যায়ভুক্ত নয়, যার জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমার কাছে যা নেই, তা বিক্রয় করো না।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান)*

কারণ, এ উক্তির উদ্দেশ্য হল, যে জিনিস সমর্পণ করার তোমার ক্ষমতা নেই, যে জিনিস দেওয়ার মত তোমার সাধ্য নেই, সে জিনিস তোমার কাছে না থাকার মত। সুতরাং এমন জিনিস বিক্রয় করা ধোকার পর্যায়ভুক্ত। পক্ষান্তরে জ্ঞাত-পরিচিত নির্দিষ্ট পরিমাণের দায়িত্বে থাকা কোন জিনিস, যা যথাসময়ে আসবে, হবে বা দেওয়া

যাবে এই প্রবল ধারণাকে ভিত্তি করে অগ্রিম মূল্য নিয়ে এমন দাদন-ব্যবসার চুক্তি কোন রকম ধোকায় ফেলতে পারে না। যার জন্য তা বৈধ।

দাদন-ব্যবসার শর্তাবলী

এই ব্যবসা যাতে সঠিক হয় এবং কোন সময় ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে কোন প্রকার ঝামেলা, ভুল বুঝাবুঝি ও মতবিরোধ দানা বেঁধে না ওঠে তার জন্য পূর্বেই এমন কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে শরীয়ত, যা উভয়ের জন্যই অবশ্যপালনীয় এবং উপকারী। যেমন ঃ-

১। পণ্যের মূল্য বা বিনিময় যেন নগদ টাকা হয়। যেমন ধান নেওয়ার জন্য অগ্রিম মূল্য টাকা হতে হবে। নচেৎ ধান দিয়ে ধান নেওয়ার চুক্তি চলবে না। কারণ, তাতে কম-বেশী নিলে-দিলে সূদ নেওয়া-দেওয়া হবে।

২। পণ্য সর্বদিক থেকে জ্ঞাত-পরিচিত ও নির্ধারিত হতে হবে। যেমন কোন্ শ্রেণীর, কোন্ নামের, কোন্ কোয়ালিটির, কোন মানের, কত (পরিমাণ) মাপ বা ওজনের ইত্যাদি নির্দিষ্ট হতে হবে।

৩। পণ্য-প্রাপ্তির সময় নির্ধারিত হতে হবে। যেমন পৌষ বা মাঘ মাস, অথবা ধান ঝরানোর সময় ইত্যাদি। যাতে কোন প্রকার ঝগড়ার অবকাশ না থাকে।

যে পণ্যের জন্য দাদন-ব্যবসার চুক্তি হচ্ছে, সে পণ্য যেন বর্তমানে মজুদ না থাকে। নচেৎ তা দাদন-ব্যবসা হবে না। তখন তা উপস্থিত ব্যবসার পর্যায়ভুক্ত হবে এবং সে ক্ষেত্রে সে পণ্য দেখে-বুঝে নেওয়া জরুরী হবে।

প্রকাশ থাকে যে, কোন কারণে দাদনগ্রহীতা ক্রেতাকে যথাসময়ে পণ্য সমর্পণ না করতে পারলে উভয়ের সন্তুষ্টি মত অন্য পণ্য দিতে পারে। তাও না পারলে নেওয়া মূল্য ফেরৎ দিতে বাধ্য হবে সে।

পণ্য-বিক্রেতা যদি নিজে চাষী, শিল্পী বা প্রস্তুতকারক না হয়, তাহলেও তার সাথে উক্ত প্রকার চুক্তি করা বৈধ। যেমন, কেউ যদি ৫০ হাজার টাকা নিয়ে বলে, 'আমি ১ বছর পর একটি গাড়ি দেব।' তাহলে এ ক্ষেত্রে গাড়ির নাম-গুণ ইত্যাদি নির্দিষ্ট হলে এবং দাদনগ্রহীতা নিজে গাড়ির প্রস্তুতকারক বা ডিলার না হলেও এ চুক্তি দূষণীয় হবে না। সে যেখান থেকে যেমন করেই হোক বৈধ উপায়ে গাড়ি দিতে পারলেই হল। *(ফাতাওয়াল বুয়ূ' ২৩পৃঃ)*

তদনুরূপ পৌষ মাসে ধান দেব বলে যদি কেউ ভাদ্র মাসে টাকা নেয় এবং সে নিজে

চাষী নাও হয়, তবুও পূর্বের ন্যায় এ ব্যবসা-চুক্তি বৈধ। মহানবী ﷺ -এর যামানায় সাহাবাগণ এরকম চুক্তি করে অর্থ দিতেন এবং যাদেরকে দিতেন, তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতেন না যে, তাদের নিজস্ব কোন খেত-ফসল আছে কি না? *(বুখারী ২২৪৪-২২৪৫ নং)*

ফুল থাকা অবস্থায় ফল-ফসল কেনা

আমের মুকুল থাকা অবস্থায় বাগান কিনে নেওয়া, মোছা থাকা অবস্থায় খেজুর গাছ কিনে ফেলা, থোর থাকা অবস্থায় গম বা ধানের খেত খরিদ করা বৈধ নয়। কারণ, এতে পরিমাণ ও পুষ্টি নিয়ে ধোকা থাকে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই। আর এ ব্যবসা দাদন ব্যবসার মতও নয়। কেননা, দাদন ব্যবসায় নির্দিষ্ট পরিমাণে ফসল নেওয়ার চুক্তি থাকে। পক্ষান্তরে এতে পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে না। বরং বাগানের, গাছের বা খেতের সমস্ত ফসলই এমন সময়ে অনুমানে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, যখন ফল-ফসল ফুল-কুঁড়িতে লুকিয়ে থাকে।

মহানবী ﷺ খাওয়ার উপযোগী হওয়ার আগে গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।

লাল বা হলুদ বর্ণ হওয়ার আগে খেজুর, শুষ্ক ও সাদা রং আসার পূর্বে শীষ জাতীয় শস্য এবং দুর্যোগগ্রস্ত হওয়ার সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে কোন ফল-ফসল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৮৩৯ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "(উক্ত সময়ের পূর্বে ফল-ফসল বিক্রয় করলে) আল্লাহর সৃষ্ট কোন দুর্যোগে ফল-ফসল নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতা তার ভায়ের নিকট হতে কিসের বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করবে?" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৮৪০ নং)*

বাগানের ফল-ফসলকে কয়েক বৎসরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করা হতে মহানবী ﷺ নিষেধ করেছেন। আর কর্তনের পূর্বে বিক্রীত ফল-ফসল বিনষ্ট হলে তার মূল্য কর্তন করে দিতে ক্রেতাকে আদেশ করেছেন। *(মুসলিম, মিশকাত ২৮৪১ নং)*

কিস্তি-চুক্তি ও বেশী দরে ধার-ব্যবসা

কিস্তি-কিস্তি টাকা পরিশোধ করার চুক্তিতে ধারে মাল ক্রয়-বিক্রয় করা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য বৈধ। অবশ্য এতে শর্ত হল, যেন ধারের সময় নির্ধারিত হয় এবং কিস্তিও নির্দিষ্ট হয়।

ধার ব্যবসায় দাম এক কিস্তিতেই হোক বা একাধিক নির্দিষ্ট কিস্তিতেই হোক চুক্তি করে বেশী নেওয়া দোষাবহ নয়। যেমন যদি কোন দোকানদার ১ কেজি সরিষার তেল নগদ দরে ৫০ টাকা এবং ধারে ৬০ টাকা হিসাবে বিক্রয় করে, আর ক্রেতাও এ চুক্তিতে রাজি হয়ে ক্রয় করে থাকে, তাহলে উভয়ের জন্য তা বৈধ। এরূপ লেনদেন ব্যবসা-চুক্তি সূদের পর্যায়ভুক্ত নয়। এ ব্যবসায় ক্রেতা মূল্য পরিশোধের জন্য সময় পেয়ে লাভবান হয়ে থাকে এবং বিক্রেতাও মূল্য দেরীতে পাওয়ার বিনিময়ে অতিরিক্ত দর পেয়ে লাভবান হয়ে থাকে। আর এ হল এক প্রকার দাদন-ব্যবসা, যা বৈধ।

অবশ্য সুযোগ পেয়ে দর বেশী বাড়িয়ে শোষণ শুরু করা বিক্রেতার জন্য হালাল নয়। বাজারের চলতি বাজার-দর থেকে খুব বেশী দরে মাল বিক্রয় করা এক প্রকার জুলুম ও শোষণ। ইনসাফ সকলের জন্য ফরয। ইনসাফ মত ন্যায্য মূল্য বাড়িয়ে যদি ধারে বিক্রয় করা হয়, তাহলে তা জুলুম হবে না। পক্ষান্তরে ক্রেতার প্রয়োজনীয়তা এবং মজবুরী দেখে মাত্রাধিক দাম বাড়িয়ে জিনিস বিক্রয় করলে তা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অন্যায়। যা প্রতিহত হওয়া উচিত। আর মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করেন, যে বান্দা বিক্রয় করার সময় উদার, ক্রয় করার সময় উদার ---।" *(বুখারী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৩৪৯৫ নং)*

পরন্তু যদি কেউ কিস্তিতে মূল্য শোধ করবে বলে ধারে পণ্য নিয়ে যথাসময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও তা পরিশোধ করতে না পারে এবং বিক্রেতা তাকে বলে, 'যথাসময়ে তুমি আমার টাকা শোধ করতে পারলে না। অতএব আজ থেকে যত দিন যাবে এত টাকা হারে তোমাকে দাম বেশী লাগবে', তাহলে তা নিঃসন্দেহে জাহেলী যুগের সূদ। *(ফাতাওয়াল বুয়ূ' ১০৯ পৃঃ)*

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করি। ধরুন, আপনার দোকানে আটা বিত্রয় করেন নগদ ৪০০ টাকা মণ দরে। কেউ এক বছরের জন্য ধারে নিলে ৪৫০ টাকা দরে দিয়ে থাকেন। মনে করুন, ১ বছর পার হয়ে গেল, অথচ ক্রেতা তার ঐ ঋণ শোধ করতে পারল না। দেড় বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে সে আপনার পাওনা ৪৫০ টাকা মিটিয়ে দিল। আপনি আর একটি পয়সাও বেশী চাইলেন না বা নেওয়ার চুক্তিও করেননি। এমন কাজ আপনার জন্য বৈধ।

পক্ষান্তরে নির্ধারিত ১ বছর পার হওয়ার পর যদি ক্রেতাকে বলতেন যে, 'সময় পার হয়ে গেল, টাকা দিতে পারলে না। সুতরাং এবার তোমাকে ৪৭৫ বা ৫০০ টাকা লাগবে', তাহলে তা হবে হারাম সূদ। অথবা 'এখন হতে ১ মাস দেরী করলে ১০ টাকা এবং এমনিভাবে আরো দেরী হলে প্রতি মাসে ১০ টাকা হারে আটার দাম

বাড়তে থাকবে', তাহলে তাও হবে জাহেলী যুগের আসল সূদ; যা কুরআন কারীমে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ধারে স্বর্ণ-ব্যবসা

সোনার অলংকার কিনতে গিয়ে কোন দোকানে আপনার একটি অলংকার খুব পছন্দ হল। কিন্তু তার সম্পূর্ণ নগদ মূল্য আপনার কাছে নেই। এ ক্ষেত্রে আপনি দেখলেন, যদি আরো টাকা আনার জন্য বাড়ি ফিরে যান, তাহলে এরই মধ্যে অলংকারটি হয়তো বিক্রি হয়ে যাবে। এই আশঙ্কায় আপনি কিছু টাকা বায়না করে ঐ অলংকারটি আপনার জন্য রাখতে বললেন। অথবা অলংকারটি নিয়ে আপনি বললেন, 'বাকী টাকাটা আমি পরে দিয়ে যাব।' এ রকম কাজ আপনার জন্য জায়েয নয় এবং তা সূদী লেনদেনের পর্যায়ভুক্ত। (ফাতাওয়াল বুয়ূ' ৭৬পৃঃ)

অতএব ধারে সোনা কেনা-বেচা বৈধ নয়। কারণ, মহানবী ﷺ এরূপ ব্যবসার ব্যাপারে শর্ত আরোপ করে হাতে-হাতে নগদ-নগদ লেনদেন করতে আদেশ করেছেন আর বলেছেন যে, ধারে লেনদেন করলে সূদ বলে গণ্য হবে।

শস্যের বদলে শস্য ধারে ব্যবসা

সাধারণ গম বা ধানের বদলে বীজ গম বা ধান দেওয়া-নেওয়া যদি সমান-সমান ওজনে হয় তাহলে বৈধ। নচেৎ কম-বেশী হলে সূদ গণ্য হবে। ধান বা চালের বদলে গম কম-বেশী করে নগদ-নগদ ক্রয়-বিক্রয় চলবে। ধার হলে সূদে পরিগণিত হবে। সুতরাং ভাদ্র মাসে ১ কিলো গম দিয়ে পৌষ মাসে ১ বা দেড় কিলো চাল নেওয়া সূদ খাওয়ার শামিল। *(ফাতাওয়াল বুয়ূ' ৪১পৃঃ দ্রষ্টব্য)*

পরিশিষ্ট

মহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে করেছেন হারাম। এই নীতির অনুসরণ করা অবশ্য-কর্তব্য প্রত্যেক মুসলিমের। জীবনের পদক্ষেপে যে আপদ-বিপদ, অভাব-অনটন ও প্রয়োজন আসে, তা দূর করার জন্য হালাল পথ বেছে নেওয়া উচিত মুসলিমের। হারাম পথে পা বাড়ানোর মানেই হল দোযখের পথে

পা বাড়ানো। হারাম খাদ্য খেয়ে দুআ করলে দুআ কবুল হয় না। হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট দেহ জাহান্নামের উপযুক্ত।

অতএব সাধু সাবধান! যথাসম্ভব ঋণী কারবার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। নচেৎ ঋণের দহে একবার পড়ে গেলে হয়তো বাঁচা মুশকিল হতে পারে।

মন বিলাসিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি 'খাব খাব' বলে, তাহলে আপনি তাকে বুঝিয়ে বলুন, 'পাবি কোথায়? জানিসনে যে, থাকতে যে খায় না তার মুখে ছাই, আর না থাকতে যে খেতে চায় তার মুখেও ছাই?' যদি মন বলে, 'ধার করগে।' তাহলে আপনি তাকে বলুন, 'শুধবি কিসে?' অবশেষে লোভাতুর মনকে 'লবডঙ্কা' দেখিয়ে ক্ষান্ত করুন। আপনি শান্ত হন। ঋণের পথে অগ্রসর হতে কুণ্ঠিত হন, শঙ্কিত হন। এমনও হতে পারে যে, বর্তমান যা খাওয়ার জন্য আপনি ঋণ করতে চাচ্ছেন, তা 'না খেলে যাবে দিন, কিন্তু ধার করলে হবে ঋণ' -এ কথা সুনিশ্চিত। সুতরাং দেখুন চেষ্টা করে, ঋণ না করে চলে কি না?

পক্ষান্তরে যদি আপনি ঋণ করেই ফেলেছেন, তাহলে গালে বা মাথায় হাত দিয়ে ভাবনার কিছু নেই। আল্লাহকে ভয় করুন, তাঁর উপর ভরসা রাখুন। উঠুন, কিছু একটা কাজ ধরুন। এক ডাল ভাঙ্গলে আর এক ডাল ধরুন। 'যদি আছে ঋণ, তবে ছাগল কিন' কথার খেয়াল রেখে কোন এক ব্যবসা, কাজ, কারিগরি বা পেশায় লেগে যান। আল্লাহর ইচ্ছায় ঋণ আদায় হয়ে যাবে।

মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে, ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে বা ভাই-বোনকে মানুষ করতে ঋণের পথে পা বাড়িয়ে পরাধীন না হয়ে স্বাধীন কাজের প্রতি পা বাড়ান। এতে আপনি অপমান ও অখ্যাতির হাত থেকে রেহাই পাবেন, বাঁচবেন সূদ ও সূদী কারবার থেকে।

যদি আপনি মহিলা হন, তাহলেও ঈমান, ইজ্জত, সতীত্ব ও নারীত্ব রক্ষা করে কিছু একটা করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ আপনার সহায় হবেন।

নারী-পুরুষ সকলেই দেনা-পাওনার বাজারে ঋণকে তিন তালাক দিন। ঋণকে ঘিন বেসে হীন হওয়া থেকে মুক্তি নিন। ঋণের পিন মাথায় ঠুকে দেহকে ক্ষীণ ও মনের শান্তি লীন করা থেকে দূরে থাকুন।

সমাপ্তি

বইটি পড়ার পর, বই-এর পোকাকে এর খবর দিন। যে বখীল, যে চা-পান-মিষ্টিতে পয়সা খরচ করে অথচ ৫ টাকা খরচ করে ইসলামী বই পড়তে চায় না, তাকে উদ্বুদ্ধ করুন। আর গরীব মানুষ তথা বন্ধুজনকে এ বই উপহার দিন অথবা পড়তে দিন।

আল্লাহ আপনাকে নেক বদলা দিন। আমীন